একাদশ অধ্যায়

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রবেশ

শ্লোক ১

সূত উবাচ

আনর্তান্ স উপব্রজ্য স্বৃদ্ধাঞ্জনপদান্ স্বকান্ ।
দধ্মৌ দরবরং তেষাং বিষাদং শময়ন্নিব ॥ ১ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **আনর্তান্**—আনর্তদের দেশ (দ্বারকা) থেকে; **সঃ**—তিনি; **উপব্রজ্য**—সমীপবর্তী হয়ে; **স্বৃদ্ধান্**—অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী; **জন-পদান্**—নগরী; **স্বকান্**—তাঁর নিজের; **দধ্মৌ**—ধ্বনিত হয়েছিল; **দরবরম্**—মঙ্গল শঙ্খ (পাঞ্চজন্য); **তেষাম্**—তাদের; **বিষাদম্**—বিষণ্ণতা; **শময়ন্**—প্রশমিত করার জন্য; **ইব**—যেন।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন ঃ তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) আনর্তদের দেশে (দ্বারকা) তাঁর অতি সমৃদ্ধশালী মহানগরীর প্রান্তে উপস্থিত হয়ে তাঁর আগমন-বার্তা ঘোষণা করে যেন সেই দেশবাসীর বিষণ্ণতা প্রশমনের জন্যই তাঁর মঙ্গল-শঙ্খটি (পাঞ্চজন্য) ধ্বনিত করলেন।

তাৎপর্য

প্রিয়তম ভগবান কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কারণে তাঁর সমৃদ্ধিশালী রাজধানী দ্বারকা থেকে দীর্ঘকাল অনুপস্থিত ছিলেন, এবং তার ফলে সেখানকার সমস্ত অধিবাসীরা তাঁর বিরহে বিষাদাচ্ছন্ন ছিল। ভগবান যখন পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তাঁর নিত্য পার্ষদেরাও তাঁর সঙ্গে আসেন, ঠিক যেমন রাজার অনুচরেরা সব সময় রাজার সঙ্গে থাকেন। ভগবানের এই সমস্ত পার্ষদেরা হচ্ছেন নিত্যমুক্ত আত্মা, এবং ভগবানের প্রতি তাঁদের গভীর অনুরাগের ফলে তাঁরা এক পলকের জন্যও ভগবানের

বিরহ সহ্য করতে পারেন না। তাই দ্বারকা নগরীর অধিবাসীরা বিষাদাচ্ছন্ন ছিলেন এবং তাঁরা যে কোন মুহূর্তে ভগবানের আগমনের প্রত্যাশা করছিলেন। তাই মঙ্গল-শঙ্খের আগমন-সূচক ধ্বনি বিষাদ প্রশমিত করে তাঁদের হৃদয়ে উৎসাহের সঞ্চার করেছিল। তাঁরা সকলে তাঁদের মাঝখানে ভগবানকে দর্শন করতে উৎসুক হয়েছিলেন, এবং তাঁরা সকলে তাঁকে যথাযথভাবে স্বাগত জানাবার জন্য তৎপর হয়েছিলেন। এইগুলি ভগবানের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের লক্ষণ।

শ্লোক ২

স উচ্চকাশে ধবলোদরো দরো-
ঽপ্যুরুক্রমস্যাধরশোণশোণিমা ।
দাধ্মায়মানঃ করকঞ্জসম্পুটে
যথাব্জখণ্ডে কলহংস উৎস্বনঃ ॥২॥

সঃ—সেই; **উচ্চকাশে**—অতিশয় শোভমান; **ধবল-উদরঃ**—শুভ্র উদর; **দরঃ**—শঙ্খ; **অপি**—যদিও; **উরুক্রমস্য**—মহাবিক্রমশালী; **অধরশোণ**—অপ্রাকৃত অধরের গুণে; **শোণিমা**—রক্তাভ; **দাধ্মায়মানঃ**—ধ্বনিত হয়েছিল; **কর-কঞ্জ-সম্পুটে**—তাঁর করকমলে ধৃত; **যথা**—যেমন; **অব্জ-খণ্ডে**—পদ্মনালে; **কলহংসঃ**—রাজহংস; **উৎস্বনঃ**—উচ্চনাদ।

অনুবাদ

শুভ্র স্ফীতোদর শঙ্খটি পরমেশ্বর ভগবানের করকমলে বিধৃত হয়ে তাঁর দ্বারা ধ্বনিত হলে, তাঁর অপ্রাকৃত অধরোষ্ঠের স্পর্শে সেটি রক্তিমাভ হয়ে উঠেছিল। তখন মনে হচ্ছিল, একটি শুভ্র রাজহংস যেন রক্তিমাভ কমলদলের মৃণাল মধ্যে উচ্চরবে খেলা করছে।

তাৎপর্য

ভগবানের অধর স্পর্শে শ্বেত-শঙ্খের রক্তিমা পারমার্থিক মাহাত্ম্যব্যঞ্জক। ভগবান পূর্ণ চিন্ময়, এবং জড় হচ্ছে সেই চিন্ময় অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞানতা। প্রকৃতপক্ষে চিন্ময় জ্ঞানের আলোকে জড় বলে কোন বস্তু নেই, এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভের ফলে তৎক্ষণাৎ এই চিন্ময় জ্ঞানের আলোক প্রকাশিত হয়। সমস্ত অস্তিত্বের প্রতিটি অণু-পরমাণুতে ভগবান রয়েছেন, এবং তিনি যে

কোন ব্যক্তির কাছে তাঁর উপস্থিতি প্রকাশ করতে পারেন। ভগবানের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম এবং ভক্তির দ্বারা, অর্থাৎ ভগবানের চিন্ময় সান্নিধ্যের ফলে সব কিছুই ভগবানের হস্তধৃত শঙ্খের মতো চিন্ময় রক্তিমা প্রাপ্ত হয়; এবং পরমহংস বা পরম বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা, চিন্ময় আনন্দরূপ জলে, ভগবানের পাদপদ্মরূপ পদ্মের দ্বারা নিত্য অলংকৃত হয়ে কলহংসের মতো ক্রীড়া করেন।

শ্লোক ৩

তমুপশ্রুত্য নিনদং জগত্ত্রয়ভয়াবহম্ ।
প্রত্যুদ্যযুঃ প্রজাঃ সর্বা ভর্তৃদর্শনলালসাঃ ॥৩॥

তম্—তা; **উপশ্রুত্য**—শ্রবণ করে; **নিনদম্**—ধ্বনি; **জগৎ-ভয়**—জড় জগতের ভয়; **ভয়াবহম্**—ভয়জনক; **প্রতি**—তাঁর প্রতি; **উদ্যযুঃ**—দ্রুতবেগে গমন করেছিলেন; **প্রজাঃ**—নাগরিকেরা; **সর্বাঃ**—সকলে; **ভর্তৃ**—রক্ষাকর্তা; **দর্শন**—দর্শনে; **লালসাঃ**—বাসনায়।

অনুবাদ

সংসারের মহাভয় বিনাশক সেই শঙ্খ-নিনাদ শুনে, সকল ভক্তবৃন্দের রক্ষাকর্তা পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শনের বহুপ্রতীক্ষিত বাসনায় দ্বারকাবাসী সকলেই তাঁর প্রতি দ্রুত ধাবিত হলেন।

তাৎপর্য

যে কথা পূর্বে বলা হয়েছে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সময় দ্বারকার নাগরিকেরা সকলেই ছিলেন মুক্তজীব, এবং তাঁরা ভগবানের পার্ষদরূপে ভগবানের সঙ্গে সেখানে অবতরণ করেছিলেন। যদিও চিন্ময় সান্নিধ্যের ফলে তাঁরা কখনও ভগবানের থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন না, তবুও তাঁরা সকলে ভগবানকে দর্শন করার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গোচারণে গেলে বৃন্দাবনের গোপবালিকারা যেভাবে শ্রীকৃষ্ণের কথা চিন্তা করতেন, ঠিক তেমনই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যোগদান করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকা থেকে দূরে ছিলেন, তখন দ্বারকাবাসীরাও সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। বাংলার একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক তাঁর কল্পনার ভিত্তিতে স্থির করেছেন যে, বৃন্দাবনের কৃষ্ণ, মথুরার কৃষ্ণ এবং দ্বারকার কৃষ্ণ হচ্ছেন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি। এই সিদ্ধান্তের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণ এবং দ্বারকার কৃষ্ণ একই ব্যক্তি।

সূর্যের অনুপস্থিতিতে রাত্রিবেলা আমরা যেমন বিষাদগ্রস্ত হই, ঠিক তেমনই দিব্য দ্বারকা নগরী থেকে শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতির ফলে দ্বারকাবাসীরা শোকাকুল হয়েছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের আগমনসূচক ধ্বনি প্রভাতে সূর্যের উদয়ের মতো মনে হয়েছিল। কৃষ্ণ-সূর্যের উদয়ের ফলে সমস্ত দ্বারকাবাসীরা নিদ্রা থেকে উত্থিত হয়েছিলেন, এবং ভগবানকে দর্শন করার জন্য দ্রুতবেগে তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছিলেন। ভগবদ্ভক্তেরা ভগবানকে ছাড়া আর কাউকে তাঁদের রক্ষক বলে মনে করেন না।

ভগবানের এই ধ্বনি ভগবান থেকে অভিন্ন, যা আমরা ভগবানের অদ্বয় স্থিতি বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে বোঝাবার চেষ্টা করেছি। আমাদের জড় অস্তিত্বের বর্তমান স্থিতি ভীতিপূর্ণ। আহারের সমস্যা, বাসস্থানের সমস্যা, ভয় থেকে আত্মরক্ষা করার সমস্যা এবং মৈথুনের সমস্যা, জড় অস্তিত্বের এই চারটি সমস্যার ফলে জীব অধিক থেকে অধিকতর কষ্টভোগ করে। পরবর্তী সমস্যা সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলে আমরা সর্বদা ভয়ে ভীত থাকি। মায়া নামক ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির সান্নিধ্যের ফলে সেটি হয়, কিন্তু ভগবানের ধ্বনি শ্রবণ করা মাত্রই আমাদের সমস্ত ভয় দূর হয়ে যায়। ভগবানের এই ধ্বনির প্রতিনিধিত্ব করে তাঁর দিব্য নাম, যা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিম্নলিখিত ষোলটি শব্দের মাধ্যমে প্রদান করেছেন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে

এই ধ্বনির আশ্রয় গ্রহণ করে আমরা জড় অস্তিত্বের সমস্ত ভয়াবহ সমস্যা থেকে মুক্ত হতে পারি।

শ্লোক ৪-৫

তত্রোপনীতবলয়ো রবের্দীপমিবাদৃতাঃ ।
আত্মারামং পূর্ণকামং নিজলাভেন নিত্যদা ॥৪॥
প্রীত্যুৎফুল্লমুখাঃ প্রোচুর্হর্ষগদ্‌গদয়া গিরা ।
পিতরং সর্বসুহৃদমবিতারমিবার্ভকাঃ ॥৫॥

তত্র—সেখানে; **উপনীত**—নিবেদন করে; **বলয়ঃ**—উপহারসমূহ; **রবেঃ**—সূর্যকে; **দীপম্**—প্রদীপ; **ইব**—মতো; **আদৃতাঃ**—সমাদরে; **আত্ম-আরামম্**—আত্মানন্দে; **পূর্ণ-কামম্**—পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত; **নিজ-লাভেন**—তাঁর স্বীয় শক্তির দ্বারা; **নিত্য-দা**—নিরন্তর যিনি দান করেন; **প্রীতি**—অনুরাগ; **উৎফুল্ল-মুখাঃ**—প্রসন্ন বদনে; **প্রোচুঃ**—বলতে

লাগলেন; **হর্ষ**—আনন্দিত; **গদ্‌গদয়া**—গদগদ উচ্ছ্বাসে; **গিরা**—স্বরে; **পিতরম্**—পিতাকে; **সর্ব**—সমস্ত; **সুহৃদম্**—সুহৃদবর্গ; **অবিতারম্**—অভিভাবককে; **ইব**—মতো; **অর্ভকাঃ**—সন্তানেরা।

অনুবাদ

নগরবাসীরা তাঁদের উপহার-সামগ্রী নিয়ে পরমেশ্বর ভগবানের সমক্ষে উপস্থিত হলেন এবং যিনি পূর্ণ পরিতৃপ্ত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ, যিনি তাঁর আপন শক্তির দ্বারা সকলকে নিরন্তর সব কিছু দিয়ে থাকেন, তাঁকে সেই অর্ঘগুলি নিবেদন করলেন। এই সকল উপহার সামগ্রী যেন সূর্যের কাছে প্রদীপ নিবেদনের মতোই হয়েছিল। তবুও সন্তানেরা যেভাবে তাদের পিতা, বন্ধুবান্ধব এবং অভিভাবককে সমাদর করে থাকে, সেইভাবেই নগরবাসীরা পরমেশ্বর ভগবানকে অভ্যর্থনা জানাবার মানসে, দিব্য আনন্দে উচ্ছ্বসিত স্বরে কথা বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এখানে আত্মারাম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি আত্মতৃপ্ত, এবং তাঁকে অন্যত্র সুখের অন্বেষণ করতে হয় না। তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, কেননা তাঁর অস্তিত্ব পূর্ণ আনন্দময়। তিনি নিত্য, পূর্ণ জ্ঞানময় এবং পূর্ণ আনন্দময়। তাই কোন উপহার, তা যত মূল্যবানই হোক না কেন, তাঁর তাতে কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও, যেহেতু তিনি সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী, তাই শুদ্ধ ভক্তি সহকারে যে কেউ তাঁকে যা কিছু নিবেদন করেন, তাই তিনি গ্রহণ করেন। এমন নয় যে তাঁর সেই সমস্ত বস্তুর প্রয়োজন আছে, কেননা সবকিছুই তাঁর থেকে উৎপন্ন হয়েছে। এখানে ভগবানকে কোন কিছু নিবেদন করার সঙ্গে সূর্যদেবকে দীপ নিবেদন করার তুলনা করা হয়েছে। তাপ এবং আলোক সমন্বিত সমস্ত বস্তুই সূর্যদেবের শক্তির প্রকাশ, কিন্তু তা সত্ত্বেও সূর্যদেবকে পূজা করার সময় দীপ নিবেদন করতে হয়। সূর্যপূজক কোন কিছু পাওয়ার আশা নিয়ে সূর্যদেবের পূজা করে, কিন্তু ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় ভক্ত বা ভগবান উভয়েরই কোন কিছু চাওয়ার প্রশ্ন থাকে না। সেটি কেবল ভগবান এবং ভক্তের মধ্যে শুদ্ধ প্রেম ও অনুরাগের লক্ষণ।

ভগবান হচ্ছেন সমস্ত জীবের পরম পিতা, এবং তাই যাঁরা ভগবানের সঙ্গে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন, তাঁরা সেই পরম পিতার কাছে পুত্রের মতো আবেদন করতে পারেন এবং পরম পিতাও উদারভাবে তাঁর অনুগত পুত্রের

প্রার্থনা পূর্ণ করতে পারেন। ভগবান ঠিক কল্পবৃক্ষের মতো, এবং ভগবানের অহৈতুকী কৃপার ফলে সকলেই সব কিছু পেতে পারে। কিন্তু পরম পিতা হওয়ার ফলে ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তকে এমন কোন কিছু দেন না যা ভক্তিমার্গে প্রতিবন্ধক হতে পারে। যাঁরা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, তাঁরা তাঁর দিব্য আকর্ষণের দ্বারা অনন্য ভক্তির স্তরে উন্নীত হতে পারেন।

শ্লোক ৬

নতাঃ স্ম তে নাথ সদাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং
বিরিঞ্চবৈরিঞ্চ্যসুরেন্দ্রবন্দিতম্ ।
পরায়ণং ক্ষেমমিহেচ্ছতাং পরং
ন যত্র কালঃ প্রভবেৎ পরঃ প্রভুঃ ॥৬॥

নতাঃ—অবনত হয়ে; **স্ম**—আমরা করেছি; **তে**—আপনাকে; **নাথ**—হে প্রভু; **সদা**—সর্বদা; **অঙ্ঘ্রি-পঙ্কজম্**—শ্রীপাদপদ্ম; **বিরিঞ্চ**—ব্রহ্মা, প্রথম সৃষ্ট জীব; **বৈরিঞ্চ্য**—সনক, সনাতন আদি ব্রহ্মার পুত্রগণ; **সুর-ইন্দ্র**—দেবরাজ ইন্দ্র; **বন্দিতম্**—পূজিত; **পরায়ণম্**—পরম শরণ; **ক্ষেমম্**—মঙ্গল; **ইহ**—এই জীবনে; **ইচ্ছতাম্**—আকাঙ্ক্ষী; **পরম**—সর্বোত্তম; **ন**—না; **যত্র**—যেখানে; **কালঃ**—অপ্রতিহত সময়; **প্রভবেৎ**—প্রভাব বিস্তার করতে পারে; **পরঃ**—জড়াতীত; **প্রভুঃ**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

প্রজারা বললেন ঃ হে প্রভু, আপনি ব্রহ্মা, চতুঃসন এবং ইন্দ্রাদি দেবতাদেরও পূজিত। যারা জীবনের পরম কল্যাণ লাভ করতে চায়, আপনি তাদের পরম গতি। আপনি জড়াতীত পরমেশ্বর ভগবান, এবং অপ্রতিহত কালও আপনার উপর তার প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ব্রহ্ম-সংহিতা এবং অন্যান্য বৈদিক শাস্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। কেউই তাঁর সমকক্ষ নন অথবা তাঁর থেকে শ্রেষ্ঠ নন, এবং সেটিই হচ্ছে সমস্ত শাস্ত্রের নির্দেশ। পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন অংশ জীবদের উপর কাল ও স্থানের প্রভাব প্রয়োগ করা হয়। জীব হচ্ছে আশ্রিত ব্রহ্ম, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন আশ্রয়স্বরূপ পরম ব্রহ্ম। সেই সরল সত্যটি

যখন আমরা ভুলে যাই, তখনই আমরা মায়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ি; এবং তার ফলে আমরা ত্রিতাপ দুঃখের কবলীভূত হই, ঠিক যেভাবে মানুষ ঘন অন্ধকারে আবৃত হয়। অভিজ্ঞ জীবের শুদ্ধ চেতনা হচ্ছে ভগবদ্-চেতনা, যার ফলে সে সর্ব অবস্থাতেই ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করে।

শ্লোক ৭

ভবায় নস্ত্বং ভব বিশ্বভাবন
ত্বমেব মাতাথ সুহৃৎপতিঃ পিতা ।
ত্বং সদ্‌গুরুর্নঃ পরমং চ দৈবতং
যস্যানুবৃত্ত্যা কৃতিনো বভূবিম ॥৭॥

ভবায়—মঙ্গলের জন্য; **নঃ**—আমাদের; **ত্বম্**—আপনি; **ভব**—হন; **বিশ্ব-ভাবন**—ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা; **ত্বম্**—আপনার; **এব**—অবশ্যই; **মাতা**—মাতা; **অথ**—ও; **সুহৃৎ**—শুভাকাঙ্ক্ষী; **পতিঃ**—স্বামী; **পিতা**—পিতা; **ত্বম্**—আপনার; **সৎ-গুরুঃ**—সদ্‌গুরু; **নঃ**—আমাদের ; **পরমম্**—পরম; **চ**—এবং; **দৈবতম্**—আরাধ্য ভগবান; **যস্য**—যাঁর; **অনুবৃত্ত্যা**—পদাঙ্ক অনুসরণ করে; **কৃতিনঃ**—সফল; **বভূবিম**—আমরা হয়েছি।

অনুবাদ

হে জগতের সৃষ্টিকর্তা, আপনি আমাদের মাতা, শুভাকাঙ্ক্ষী, প্রভু, পতি, পিতা, গুরু এবং আরাধ্য ভগবান। আপনার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা সর্বতোভাবে সার্থক হয়েছি। তাই আমরা প্রার্থনা করি যেন আপনি সর্বদাই আমাদের উপর আপনার কৃপা বর্ষণ করেন।

তাৎপর্য

সর্বমঙ্গলময় পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা হওয়ার ফলে, সমস্ত সৎ জীবদের মঙ্গলের পরিকল্পনা করেন। সৎ জীবেরা তাঁর সদুপদেশ অনুসরণ করার জন্য ভগবান কর্তৃক উপদিষ্ট হয়ে থাকে, এবং তা করার ফলে তারা জীবনের সর্বস্তরে সাফল্যমণ্ডিত হয়। ভগবান ব্যতীত অন্য কোন দেবদেবীর পূজা করার কোন প্রয়োজন হয় না। ভগবান সর্বশক্তিমান, এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আমাদের শরণাগতির ফলে তিনি যদি প্রসন্ন হন, তা হলে আমাদের জাগতিক এবং পারমার্থিক উভয়

জীবনই সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য তিনি আমাদের সর্বতোভাবে আশীর্বাদ করতে পারেন। মনুষ্য জীবন হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে আমাদের নিত্য সম্পর্কের কথা অবগত হয়ে পারমার্থিক জীবন লাভের একটি সুযোগ। ভগবানের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নিত্য। সেই সম্পর্ক কখনও ছিন্ন করা যায় না অথবা বিনষ্ট করা যায় না। সাময়িকভাবে তা ভুলে যাওয়া যায়, কিন্তু আমরা যদি তাঁর নির্দেশ অনুসরণ করি, যা সর্বদা এবং সর্বত্র শাস্ত্রে প্রকাশিত হয়েছে, তা হলে তাঁর কৃপায় সেই সম্পর্ক পুনর্জাগরিত করা যেতে পারে।

শ্লোক ৮

অহো সনাথা ভবতা স্ম যদ্বয়ং
ত্রৈবিষ্টপানামপি দূরদর্শনম্ ।
প্রেমস্মিতস্নিগ্ধনিরীক্ষণাননং
পশ্যেম রূপং তব সর্বসৌভগম্ ॥৮॥

অহো—আহা, পরম সৌভাগ্য; **স-নাথাঃ**—প্রভুর আশ্রয়ে স্থিত; **ভবতা**—আপনার দ্বারা; **স্ম**—হয়েছি; **যৎ-বয়ম্**—আমরা যেমন; **ত্রৈবিষ্ট্য-পানাম্**—দেবতাদের; **অপি**—ও; **দূর-দর্শনম্**—দুর্লভ দর্শন; **প্রেম-স্মিত**—প্রেমপূর্ণ হাস্যযুক্ত; **স্নিগ্ধ**—স্নেহপূর্ণ; **নিরীক্ষণ-আননম্**—সেই ভাবযুক্ত মুখমণ্ডল; **পশ্যেম**—আমরা যেন দেখতে পাই; **রূপম্**—সৌন্দর্য; **তব**—আপনার; **সর্ব**—সমস্ত; **সৌভগম্**—মঙ্গল।

অনুবাদ

আহা, এটি আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, পুনরায় আপনার কৃপায় অনাথ আমরা সনাথ হয়েছি। আপনি স্বর্গের দেবতাদের দুর্লভ দর্শন। আপনি ফিরে আসায়, আপনার ঈষৎ হাস্যযুক্ত স্নেহদৃষ্টিময় বদনমণ্ডল এবং সর্বমঙ্গলময় এই অপ্রাকৃত রূপ আমরা দর্শন করতে পারছি।

তাৎপর্য

ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরাই কেবল তাঁর শাশ্বত সবিশেষ স্বরূপ দর্শন করতে পারেন। ভগবান কখনই নির্বিশেষ নন, পক্ষান্তরে তিনি হচ্ছেন পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বর, যাঁকে ভগবদ্ভক্তির দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করা যায়, যা স্বর্গলোকের অধিবাসীদের পক্ষেও দুর্লভ। ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতারা যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশস্বরূপ বিষ্ণুর

উপদেশ গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁদের ক্ষীর সমুদ্রের তীরে অপেক্ষা করতে হয়েছিল, যেখানে শ্বেতদ্বীপ নামক স্থানে শ্রীবিষ্ণু শয়ন করেন। এই ক্ষীর সমুদ্র এবং শ্বেতদ্বীপ এই ব্রহ্মাণ্ডে বৈকুণ্ঠলোকের প্রতিকৃতি। ব্রহ্মাজী এবং ইন্দ্র আদি দেবতারাও এই শ্বেতদ্বীপে প্রবেশ করতে পারেন না; তাঁরা কেবল ক্ষীর সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুর কাছে তাঁদের বার্তা প্রেরণ করতে পারেন। অতএব ভগবানকে দর্শন করা তাঁদের পক্ষেও দুর্লভ, কিন্তু দ্বারকার অধিবাসীরা, সকাম কর্ম এবং মনোধর্মী জ্ঞানের জড় কলুষ থেকে মুক্ত শুদ্ধ ভক্ত হওয়ার ফলে, ভগবানের কৃপায় প্রত্যক্ষভাবে তাঁকে দর্শন করতে পারেন। সেটিই হচ্ছে জীবের আদি স্থিতি, এবং আমাদের স্বাভাবিক স্বরূপ পুনর্জাগরিত করার মাধ্যমে তা লাভ করা যায়, যা কেবল ভগবদ্ভক্তির দ্বারাই সম্ভব।

শ্লোক ৯

যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্
কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া ।
তত্রাব্দকোটিপ্রতিমঃ ক্ষণো ভবেদ্
রবিং বিনাক্ষ্ণোরিব নস্তবাচ্যুত ॥৯॥

যর্হি—যখনই; **অম্বুজ-অক্ষ**—হে কমললোচন; **অপসসার**—আপনি চলে যান; **ভো**—হে; **ভবান্**—আপনি; **কুরূন্**—কৌরবগণ; **মধূন্**—মথুরার (ব্রজভূমির) অধিবাসীগণ; **বা**—অথবা; **অথ**—তাই; **সুহৃৎ-দিদৃক্ষয়া**—বন্ধুদের সাক্ষাৎ করার জন্য; **তত্র**—তখন; **অব্দ-কোটি**—কোটি বছর; **প্রতিমঃ**—মতো; **ক্ষণঃ**—কাল; **ভবেৎ**—হয়; **রবিম্**—সূর্য; **বিনা**—বিহীন; **অক্ষ্ণোঃ**—চক্ষুর; **ইব**—মতো; **নঃ**—আমাদের; **তব**—আপনার; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত।

অনুবাদ

হে কমললোচন শ্রীহরি, যখন আপনি আপনার বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আমাদের পরিত্যাগ করে মথুরা, বৃন্দাবন বা হস্তিনাপুরে গমন করেন, তখন আপনার বিচ্ছেদ-বিরহে এক মুহূর্ত সময়ও আমাদের কাছে কোটি কোটি বছরের মতো মনে হয়। হে অচ্যুত, তখন আমাদের অবস্থা সূর্যের কিরণ থেকে বঞ্চিত চক্ষুর মতো হয়।

তাৎপর্য

আমরা আমাদের জড় ইন্দ্রিয়ের গর্বে গর্বিত হয়ে ভগবানের অস্তিত্ব নিরূপণ করার জন্য তা প্রয়োগ করি। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি পূর্ণ নয়। কয়েকটি বিশেষ অবস্থাতেই কেবল তা কার্য করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যখন সূর্যের আলো থাকে তখনই কেবল চক্ষু কিছু মাত্রায় কার্যকরী হয়, কিন্তু সূর্য না থাকলে চক্ষু সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ আদি পুরুষ ভগবান, পরম তত্ত্ব হওয়ার ফলে তাঁকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়। তাঁকে ছাড়া আমাদের সমস্ত জ্ঞান হয় ভ্রান্ত, নয় আংশিক। সূর্যের বিপরীত হচ্ছে অন্ধকার, এবং তেমনই কৃষ্ণের বিপরীত হচ্ছে মায়া। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বিচ্ছুরিত আলোকের প্রভাবে ভগবানের ভক্তরা সব কিছু যথাযথভাবে দর্শন করতে পারেন। ভগবানের কৃপায় শুদ্ধ ভক্ত অজ্ঞানের অন্ধকারে থাকতে পারেন না। তাই আমাদের সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টির সমক্ষে থাকা প্রয়োজন, যাতে আমরা নিজেদের এবং বিভিন্ন শক্তিসমন্বিত ভগবানকে দর্শন করতে পারি। আমরা যেমন সূর্যের অনুপস্থিতিতে কোন কিছু দেখতে পাই না, তেমনই ভগবানের উপস্থিতি ব্যতিরেকেও আমরা কোন কিছু দেখতে পাই না, এমন কি আমরা নিজেদের পর্যন্ত দেখতে পাই না। তাঁকে ছাড়া আমাদের সমস্ত জ্ঞান মায়ার দ্বারা আবৃত হয়ে যায়।

শ্লোক ১০

কথং বয়ং নাথ চিরোষিতে ত্বয়ি প্রসন্নদৃষ্ট্যাখিলতাপশোষণম্ ।
জীবেম তে সুন্দরহাসশোভিতমপশ্যমানা বদনং মনোহরম্ ॥
ইতি চোদীরিতা বাচঃ প্রজানাং ভক্তবৎসলঃ ।
শৃণ্বানোঽনুগ্রহং দৃষ্ট্যা বিতন্বন্ প্রাবিশৎ পুরম্ ॥১০॥

কথম্—কিভাবে; **বয়ম্**—আমরা; **নাথ**—হে প্রভু; **চিরোষিতে**—প্রায় চিরকালই প্রবাসে থাকায়; **ত্বয়ি**—আপনি; **প্রসন্ন**—তৃপ্ত; **দৃষ্ট্যা**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **অখিল**—সমস্ত; **তাপ**—ক্লেশ; **শোষণম্**—নাশক; **জীবেম**—বেঁচে থাকতে সক্ষম হব; **তে**—আপনার; **সুন্দর**—সুন্দর; **হাস**—হাস্য; **শোভিতম্**—শোভিত; **অপশ্যমানাঃ**—না দেখে; **বদনম্**—মুখ; **মনোহরম্**—আকর্ষণীয়; **ইতি**—এইভাবে; **চ**—এবং; **উদীরতাঃ**—বলে; **বাচঃ**—বাক্য; **প্রজানাম্**—প্রজাদের; **ভক্ত-বৎসলঃ**—ভক্তদের প্রতি কৃপাপরায়ণ; **শৃণ্বানঃ**—শ্রবণ করে; **অনুগ্রহম্**—কৃপা; **দৃষ্ট্যা**—দৃষ্টিপাতের দ্বারা; **বিতন্বন্**—বিতরণ করেছিলেন; **প্রাবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **পুরম্**—দ্বারকাপুরীতে।

অনুবাদ

হে প্রভু, আপনি যদি এইভাবে সব সময় প্রবাসে থাকেন, তা হলে সমস্ত তাপ মোচনকারী সুন্দর হাস্য শোভিত আপনার মুখমণ্ডল দর্শন না করতে পেরে কিভাবে আমরা জীবন ধারণ করতে পারি?

তখন ভক্তবৎসল ভগবান প্রজাদের এই প্রকার অভিনন্দনবাক্যসমূহ শ্রবণ করে সহর্ষে তাঁর চিন্ময় দৃষ্টিপাতের দ্বারা কৃপা বিস্তার করতে করতে দ্বারকা নগরীতে প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণের আকর্ষণ এতই প্রবল যে তাঁর প্রতি একবার আকৃষ্ট হলে তাঁর বিরহ আর সহ্য করা যায় না। কেন এমন হয়? কারণ আমরা সকলে তাঁর সঙ্গে শাশ্বত সম্পর্কে সম্পর্কিত, ঠিক যেমন সূর্যকিরণ সূর্যমণ্ডলের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কযুক্ত। সূর্যকিরণ সূর্যের বিকিরণের অণুসদৃশ অংশ। তাই সূর্যকিরণকে সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। মেঘের দ্বারা তার বিচ্ছেদ সাময়িক ও কৃত্রিম, এবং মেঘ সরে গেলে সূর্যের উপস্থিতিতে সূর্যকিরণ পুনরায় তার স্বাভাবিক জ্যোতি প্রকাশ করে। তেমনই পূর্ণ পরম আত্মার অণুসদৃশ অংশ জীবেরা মায়ার কৃত্রিম আবরণের দ্বারা ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এই মোহময়ী শক্তি বা মায়ার যবনিকা যখন উত্তোলন করা হয় তখন জীব ভগবানকে সাক্ষাৎভাবে দর্শন করতে পারে, এবং তখন তার সমস্ত দুঃখ দুর্দশা দূর হয়ে যায়। আমরা সকলেই আমাদের জীবনের দুঃখ দুর্দশা দূর করতে চাই, কিন্তু তা কিভাবে সম্ভব তা আমরা জানি না। এখানে সেই সমস্যার সমাধান দেওয়া হয়েছে, এবং তা নির্ভর করছে আমরা তা গ্রহণ করব কি না তার উপর।

শ্লোক ১১

মধুভোজদশার্হার্হকুকুরান্ধকবৃষ্ণিভিঃ ।
আত্মতুল্যবলৈর্গুপ্তাং নাগৈর্ভোগবতীমিব ॥১১॥

মধু—মধু; **ভোজ**—ভোজ; **দশার্হ**—দশার্হ; **অর্হ**—অর্হ; **কুকুর**—কুকুর; **অন্ধক**—অন্ধক; **বৃষ্ণিভিঃ**—বৃষ্ণিদের দ্বারা; **আত্ম-তুল্য**—নিজের মতো; **বলৈঃ**—শক্তিশালী; **গুপ্তাম্**—সুরক্ষিত; **নাগৈঃ**—নাগদের দ্বারা; **ভোগবতীম্**—ভোগবতী নামক নাগলোকের রাজধানী; **ইব**—মতো।

অনুবাদ

নাগলোকের রাজধানী ভোগবতী যেমন নাগদের দ্বারা সুরক্ষিত, তেমনই দ্বারকা নগরী শ্রীকৃষ্ণেরই মতো বলশালী মধু, ভোজ, দশার্হ, অর্হ, কুকুর, অন্ধক ও বৃষ্ণিদের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল।

তাৎপর্য

নাগলোক পৃথিবীর নীচে অবস্থিত, এবং সূর্যকিরণ সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। তবে সেখানকার অন্ধকার দূর হয় নাগদের (স্বর্গীয় সর্পের) মাথার মণির জ্যোতির দ্বারা; এবং বলা হয় যে নাগদের উপভোগের জন্য সেখানে অনেক সুন্দর সুন্দর বাগান, নদী ইত্যাদি রয়েছে। এখানকার বর্ণনা থেকেও বোঝা যায় যে সেই স্থানটি সেখানকার অধিবাসীদের দ্বারা সুরক্ষিত। দ্বারকা নগরীও তেমন বৃষ্ণি বংশীয়দের দ্বারা সুরক্ষিত ছিল; এই বৃষ্ণি বংশীয়েরা ছিলেন ভগবানেরই মতো শক্তিশালী, যে প্রকার শক্তি ভগবান এই জগতে প্রকাশ করেছিলেন।

শ্লোক ১২

সর্বর্তুসর্ববিভবপুণ্যবৃক্ষলতাশ্রমৈঃ ।
উদ্যানোপবনারামৈর্বৃতপদ্মাকরশ্রিয়ম্ ॥১২॥

সর্ব—সমস্ত; **ঋতু**—ঋতু; **সর্ব**—সমস্ত; **বিভব**—ঐশ্বর্য; **পুণ্য**—পুণ্যবন্ত; **বৃক্ষ**—বৃক্ষ; **লতা**—লতা; **আশ্রমৈঃ**—আশ্রম দ্বারা; **উদ্যান**—উদ্যান; **উপবন**—উপবন; **আরামৈঃ**—বিলাসকুঞ্জ; **বৃত**—পরিবৃত; **পদ্ম-আকর**—পদ্মের জন্মস্থান বা সুন্দর সরোবর; **শ্রিয়ম্**—সৌন্দর্য বর্ধনকারী।

অনুবাদ

দ্বারকা নগরী সমস্ত ঋতুর সর্ববিধ ঐশ্বর্য ও সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। সেখানে সর্বত্র পবিত্র বৃক্ষ ও লতা, আশ্রম, উদ্যান, উপবন, বিলাসকুঞ্জ এবং বিকশিত পদ্মে পূর্ণ সরোবর ছিল।

তাৎপর্য

মানব সভ্যতার পূর্ণতা প্রকৃতির দানগুলি যথাযথভাবে ব্যবহার করার মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব, যা এখানে দ্বারকার ঐশ্বর্য বর্ণনায় প্রকট হয়েছে। দ্বারকা নগরী পুষ্প

এবং ফলের উদ্যানে পরিবৃত ছিল, আর ছিল পদ্মফুলে পরিপূর্ণ বহু সরোবর। সেখানে কোন কলকারখানা বা সেগুলিকে সাহায্য করার জন্য কসাইখানার উল্লেখ নেই, যা হচ্ছে আধুনিক নগরীর অপরিহার্য অঙ্গ। প্রকৃতির উপহারগুলির সদ্ব্যবহার করার প্রবণতা আধুনিক যুগের সভ্য মানুষদের হৃদয়েও রয়েছে। আধুনিক সভ্যতার নেতারা তাদের বাসস্থান নির্মাণের জন্য এমন স্থান মনোনয়ন করে, যেখানে এই প্রকার সুন্দর উদ্যান এবং সরোবরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য রয়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষদের তারা উদ্যান এবং বাগানবিহীন সংকীর্ণ এলাকায় থাকতে দেয়। দ্বারকাপুরীর যে বর্ণনা এখানে আমরা পাই তা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা দেখতে পাই যে সেই ধাম পদ্মশোভিত সরোবর সমন্বিত উদ্যান এবং বাগানে পরিবৃত ছিল। আমরা জানতে পারি যে সেখানকার সমস্ত মানুষ প্রকৃতির দানরূপ ফল এবং ফুলের উপর নির্ভর করতেন। সেখানে কোন যান্ত্রিক উদ্যোগ ছিল না, যার ফলে মানুষের বাসস্থান নোংরা কুঁড়ে ঘরে পূর্ণ বস্তিতে পরিণত হয়। সভ্যতার প্রগতির মাপকাঠি মানুষের সূক্ষ্ম প্রবৃত্তিগুলির বিনাশকারী মিল এবং কলকারখানার বৃদ্ধি নয়, পক্ষান্তরে তা হয় মানুষের আধ্যাত্মিক প্রবৃত্তির বিকাশের মাধ্যমে, যার ফলে তারা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পায়। কলকারখানা এবং মিলের বিকাশকে বলা হয় উগ্রকর্ম, এবং এই প্রকার কর্মের ফলে মানুষের কোমল মনোবৃত্তি বিনষ্ট হয়ে যায় এবং সমাজ অসুরদের অন্ধকার কারাগারে পরিণত হয়।

এখানে আমরা পুণ্যবান বৃক্ষের উল্লেখ দেখতে পাই, যা ঋতু অনুসারে ফুল এবং ফল উৎপাদন করে। জঙ্গলের অকেজো বৃক্ষগুলি পুণ্যহীন, এবং তাদের কেবল জ্বালানী কাঠ হিসাবেই ব্যবহার করা যায়। আধুনিক সভ্যতায় এই প্রকার পুণ্যহীন গাছগুলিকে রাস্তার পাশে লাগানো হয়। পারমার্থিক উপলব্ধির জন্য সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি বিকশিত করার উদ্দেশ্যে মানুষের শক্তির যথাযথ সদ্ব্যবহার করা উচিত, কেননা এই পারমার্থিক উপলব্ধির মধ্যেই নিহিত রয়েছে জীবনের সমস্যাগুলির প্রকৃত সমাধান। মনুষ্য শরীরের সূক্ষ্ম কোষগুলি বিকশিত করার জন্য ফল, ফুল, সুন্দর বাগান, উদ্যান, পদ্মফুলের মাঝে ক্রীড়ারত হংস সমন্বিত সরোবর, এবং যথেষ্ট পরিমাণে দুধ ও মাখন প্রদানকারী গাভীর অত্যন্ত প্রয়োজন। এগুলির বিপরীত, কলকারখানা এবং খনি সেখানকার শ্রমিকদের আসুরিক প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করে। শ্রমিকশ্রেণীর কঠোর পরিশ্রমে স্বার্থান্বেষী মালিক সম্প্রদায় পুষ্ট হয় এবং তার ফলে তাদের মধ্যে নানাভাবে কঠোর সংঘর্ষ হয়। দ্বারকাধামের এই বর্ণনা মানব সভ্যতার আদর্শ।

শ্লোক ১৩

গোপুরদ্বারমার্গেষু কৃতকৌতুকতোরণাম্ ।
চিত্রধ্বজপতাকাগ্রৈরন্তঃ প্রতিহতাতপাম্ ॥১৩॥

গোপুর—নগরীর প্রধান ফটক; **দ্বার**—দরজা; **মার্গেষু**—বিভিন্ন পথে; **কৃত**—নির্মিত; **কৌতুক**—উৎসব; **তোরণাম্**—তোরণ; **চিত্র**—চিত্রিত; **ধ্বজ**—ধ্বজা; **পতাকা-অগ্রৈঃ**—পতাকাদির অগ্রভাগে; **অন্তঃ**—মধ্যে; **প্রতিহতা**—প্রতিহত, **তপাম্**—সূর্যকিরণ।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানকে স্বাগত জানাবার জন্য পুরদ্বার, গৃহদ্বার এবং পথিপার্শ্বে নির্মিত তোরণসমূহ উৎসবের চিহ্নস্বরূপ ধ্বজ, পতাকা, কদলীবৃক্ষ, আম্রপল্লব, পুষ্পমাল্যের দ্বারা সুন্দরভাবে সাজানো হয়েছিল, এবং সেগুলি সমবেতভাবে সূর্যকিরণকে রুদ্ধ করে ছায়া সৃষ্টি করেছিল।

তাৎপর্য

বিশেষ উৎসবে সাজসজ্জা বা অলঙ্করণের উপকরণসমূহও সংগ্রহ করা হত কদলী বৃক্ষ, আম্রপল্লব, ফুল এবং ফল আদি প্রকৃতির দান থেকে। আম্র বৃক্ষ, নারিকেল বৃক্ষ এবং কদলী বৃক্ষ আজও মাঙ্গলিক প্রতীক বলে মনে করা হয়। উপরে যে পতাকার উল্লেখ করা হয়েছে তাতে ভগবানের দুজন মহান ভক্ত গরুড় বা হনুমানের চিত্র অঙ্কিত ছিল। এখন এই প্রকার চিত্র এবং অলঙ্করণ ভক্তদের দ্বারা পূজিত হয়, এবং ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সেবককে অধিক সম্মান প্রদান করা হয়।

শ্লোক ১৪

সম্মার্জিতমহামার্গরথ্যাপণকচত্বরাম্ ।
সিক্তাং গন্ধজলৈরুপ্তাং ফলপুষ্পাক্ষতাঙ্কুরৈঃ ॥১৪॥

সম্মার্জিত—পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত; **মহা-মার্গ**—রাজপথ; **রথ্য**—বীথি বা ক্ষুদ্র পথসমূহ; **আপনক**—পণ্যবিপণী; **চত্বরাম্**—জনসম্মিলনের অঙ্গন; **সিক্তাম্**—পরিসিক্ত; **গন্ধ-জলৈঃ**—সুবাসিত বারি; **উপ্তাম্**—ছড়ানো হয়েছিল; **ফল**—ফল; **পুষ্প**—ফুল; **অক্ষত**—অভগ্ন; **অঙ্কুরৈঃ**—বীজসমূহ।

অনুবাদ

রাজপথ, সঙ্কীর্ণ পথ, পণ্যবিপণি এবং অঙ্গনসমূহ অত্যন্ত সুন্দরভাবে পরিষ্কার করা হয়েছিল এবং তারপর সুবাসিত বারিতে পরিসিক্ত হয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্বাগত জানাবার জন্য ফল, ফুল এবং অভগ্ন শস্যাদির অঙ্কুরসমূহ সর্বত্র ছড়ানো হয়েছিল।

তাৎপর্য

দ্বারকাধামের রাজপথ এবং রাস্তাঘাট গোলাপ, কেওড়া আদি ফুলের নির্যাস থেকে তৈরী সুগন্ধিত জলের দ্বারা সিক্ত হয়েছিল। বাজার এবং জনসাধারণের মিলনস্থলগুলি খুব ভালভাবে পরিষ্কার করা হয়েছিল। উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে দ্বারকাধাম ছিল বহু রাজপথ, বড় রাস্তা, জনসাধারণের মিলনস্থল, উদ্যান, বাগিচা, সরোবর সমন্বিত এক বিশাল নগরী, এবং সেখানকার সমস্ত স্থানগুলি ফুল ও ফলে সুসজ্জিত ছিল। ভগবানকে স্বাগত জানাবার জন্য সার্বজনীন স্থানগুলিতে ফল, ফুল এবং শস্যের অঙ্কুর ছড়ানো হয়েছিল। শস্য এবং ফলের অক্ষত অঙ্কুর মঙ্গলজনক বলে বিবেচনা করা হয়, এবং হিন্দুরা উৎসবের দিনে আজও তা ব্যবহার করে।

শ্লোক ১৫

দ্বারি দ্বারি গৃহাণাং চ দধ্যক্ষতফলেক্ষুভিঃ ।
অলঙ্কৃতাং পূর্ণকুম্ভৈর্বলিভির্ধূপদীপকৈঃ ॥১৫॥

দ্বারি দ্বারি—দ্বারে দ্বারে; **গৃহাণাম্**—সমস্ত গৃহের; **চ**—এবং; **দধি**—দই; **অক্ষত**—অভগ্ন; **ফল**—ফল; **ইক্ষুভিঃ**—আখ; **অলঙ্কৃতাম্**—সজ্জিত; **পূর্ণ-কুম্ভৈঃ**—জলপূর্ণ কলসী; **বলিভিঃ**—পূজার উপকরণ; **ধূপ**—ধূপ; **দীপকৈঃ**—দীপ।

অনুবাদ

প্রতিটি আবাসগৃহের দ্বারে দ্বারে দধি, অভগ্ন ফল, ইক্ষু এবং জলপূর্ণ কলস প্রভৃতি মাঙ্গলিক সামগ্রী রাখা হয়েছিল, এবং পূজার উপকরণ, ধূপ এবং দীপ প্রভৃতির দ্বারা সুশোভিত করা হয়েছিল।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথা অনুসারে স্বাগত-বিধি মোটেই শুষ্ক ছিল না। উপরে যা উল্লেখ করা হয়েছে, সেভাবে কেবল রাস্তাঘাট সাজিয়েই স্বাগত জানানো হয়নি, উপরন্তু প্রত্যেকের নিজ নিজ সামর্থ্য অনুসারে ধূপ, দীপ, ফুল, মিষ্টি, ফল, সুস্বাদু আহার্য ইত্যাদি উপকরণের দ্বারা ভগবানের পূজাও করা হয়েছিল। সবকিছু ভগবানকে নিবেদন করা হয়েছিল এবং তাঁর ভুক্তাবশেষ নাগরিকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল। অতএব সেটি আজকালকার মতো শুষ্ক স্বাগত-সম্ভাষণের মতো ছিল না। প্রতিটি গৃহই এইভাবে ভগবানকে স্বাগত জানাবার জন্য প্রস্তুত ছিল, এবং এইভাবে রাজপথের ও প্রতিটি রাস্তার প্রতিটি গৃহ থেকে নাগরিকদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়েছিল, এবং তাই সেই উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। প্রসাদ বিতরণ না করা হলে কোন উৎসব পূর্ণ হয় না; সেটিই হচ্ছে বৈদিক সংস্কৃতির পন্থা।

শ্লোক ১৬-১৭

নিশম্য প্রেষ্ঠমায়ান্তং বসুদেবো মহামনাঃ ।
অক্রূরশ্চোগ্রসেনশ্চ রামশ্চাদ্ভুতবিক্রমঃ ॥১৬॥
প্রদ্যুম্নশ্চারুদেষ্ণশ্চ সাম্বো জাম্ববতীসুতঃ ।
প্রহর্ষবেগোচ্ছ্বশিতশয়নাসনভোজনাঃ ॥১৭॥

নিশম্য—শ্রবণ করে; **প্রেষ্ঠম্**—প্রিয়তম; **আয়ান্তম্**—আসছেন; **বসুদেবঃ**—বসুদেব (শ্রীকৃষ্ণের পিতা); **মহা-মনাঃ**—মহাত্মা; **অক্রূরঃ**—অক্রূর; **চ**—এবং; **উগ্রসেনঃ**—উগ্রসেন; **চ**—এবং; **রামঃ**—বলরাম (শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা); **চ**—এবং; **অদ্ভুত**—অলৌকিক; **বিক্রমঃ**—বলবান; **প্রদ্যুম্নঃ**—প্রদ্যুম্ন; **চারুদেষ্ণঃ**—চারুদেষ্ণ; **চ**—এবং; **সাম্বঃ**—সাম্ব; **জাম্ববতী-সুতঃ**—জাম্ববতীর পুত্র; **প্রহর্ষ**—অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে; **বেগ**—আতিশয্যে; **উচ্ছ্বশিত**—উচ্ছ্বসিত হয়ে; **শয়ন**—শয়ন; **আসন**—আসন; **ভোজনাঃ**—ভোজন।

অনুবাদ

প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাধামে আসছেন শুনে মহাত্মা বসুদেব, অক্রূর, উগ্রসেন, অদ্ভুত বলশালী বলদেব, প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ ও জাম্ববতী-নন্দন সাম্ব, সকলেই আনন্দের আতিশয্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে শয়ন, আসন, ভোজন পরিত্যাগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

বসুদেব ঃ রাজা সুরসেনের পুত্র, দেবকীর পতি এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পিতা। তিনি ছিলেন কুন্তীর ভ্রাতা এবং সুভদ্রার পিতা। সুভদ্রা তাঁর পিসতুতো ভাই অর্জুনকে বিবাহ করেছিলেন, এবং এই প্রথা ভারতের কোন কোন প্রদেশে এখনও প্রচলিত। উগ্রসেন বসুদেবকে তাঁর মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেছিলেন, এবং পরে বসুদেব উগ্রসেনের ভ্রাতা দেবকের আট কন্যাকে বিবাহ করেন। দেবকী ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। কংস ছিলেন তাঁর শ্যালক, এবং বসুদেব স্বেচ্ছায় কংসের বন্দীত্ব স্বীকার করেন এবং দেবকীর গর্ভজাত অষ্টম পুত্রকে তার হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় সেই প্রতিশ্রুতি প্রতিহত হয়েছিল। পাণ্ডবদের মাতুলরূপে বসুদেব পাণ্ডবদের সংস্কার-কার্যে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তিনি শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে কশ্যপ মুনিকে আনিয়ে তাঁর দ্বারা সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পাদন করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন কংসের কারাগারে আবির্ভূত হন, তখন তিনি বসুদেবের দ্বারা গোকুলে তাঁর পালক-পিতা নন্দমহারাজের গৃহে স্থানান্তরিত হন। বসুদেবের তিরোভাবের পূর্বেই বলদেবসহ শ্রীকৃষ্ণ অপ্রকট হন, এবং অর্জুন (বসুদেবের ভাগিনেয়) বসুদেবের তিরোধানের পর তাঁর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পাদন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

অক্রূর ঃ বৃষ্ণি বংশের প্রধান সেনাপতি এবং একজন মহান কৃষ্ণভক্ত। ভগবদ্ভক্তির একটি অঙ্গ, বন্দনার অনুশীলন দ্বারা তিনি ভগবদ্ভক্তিতে সাফল্য লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন অহূকের কন্যা সুতনীর পতি। শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছায় অর্জুন যখন সুভদ্রাকে বলপূর্বক হরণ করেছিলেন তখন তিনি অর্জুনকে সমর্থন করেছিলেন। সুভদ্রা হরণের পর কৃষ্ণ এবং অক্রূর উভয়ে অর্জুনকে দেখতে গিয়েছিলেন, এবং তাঁরা উভয়েই অর্জুনকে যৌতুকস্বরূপ নানা উপহার প্রদান করেছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিতের মাতা উত্তরার সঙ্গে যখন সুভদ্রার পুত্র অভিমন্যুর বিবাহ হয় তখন অক্রূরও উপস্থিত ছিলেন। অক্রূরের শ্বশুর অহূকের সঙ্গে অক্রূরের সম্পর্ক ভাল ছিল না। কিন্তু তাঁরা উভয়েই ছিলেন ভগবানের ভক্ত।

উগ্রসেন ঃ বৃষ্ণি বংশের একজন শক্তিশালী রাজা এবং মহারাজ কুন্তীভোজের খুড়তুতো ভাই। তাঁর আরেকটি পরিচয় ছিল অহূক। বসুদেব ছিলেন তাঁর মন্ত্রী, এবং তাঁর পুত্র ছিল শক্তিশালী কংস। এই কংস তার পিতাকে কারাগারে বন্দী করে মথুরার রাজা হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর ভ্রাতা শ্রীবলরামের কৃপায় কংস নিহত হয় এবং উগ্রসেন সিংহাসনে পুনপ্রতিষ্ঠিত হন। শাল্ব যখন দ্বারকা নগরী আক্রমণ করে, তখন উগ্রসেন বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে সেই শত্রুকে প্রতিহত

করেন। উগ্রসেন নারদমুনির কাছে শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। যদু বংশ ধ্বংসের সময় সাম্বর গর্ভপ্রসূত লৌহমুষলটি উগ্রসেনকে দেওয়া হয়। তিনি সেটি চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দ্বারকার উপকূলে সমুদ্রের জলে মিশিয়ে দেন। তারপর তিনি দ্বারকা নগরীতে এবং তাঁর সমগ্র রাজ্যে মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তিনি ভগবদ্ধামে ফিরে যান।

বলদেব ঃ বসুদেব এবং তাঁর পত্নী রোহিণীর দিব্য পুত্র। তিনি রোহিণীনন্দন বা রোহিণীর প্রিয় পুত্র নামেও পরিচিত। বসুদেব যখন স্বেচ্ছায় কংসের কারাবাস স্বীকার করেন, তখন তিনিও তাঁর মাতা রোহিণীসহ নন্দমহারাজের আশ্রয়ে ছিলেন। সেই সূত্রে নন্দমহারাজ শ্রীকৃষ্ণসহ বলরামেরও পালক-পিতা। বৈমাত্রেয় ভাই হওয়া সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ এবং বলদেব শৈশব থেকেই ছিলেন সব সময়ের সাথী। তিনি ছিলেন পরমেশ্বর ভগবানের অংশ প্রকাশ, এবং তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণেরই মতো শক্তিশালী। তিনি বিষ্ণুতত্ত্ব। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভায় শ্রীকৃষ্ণসহ তিনিও যোগদান করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পরিকল্পনা অনুসারে অর্জুন যখন সুভদ্রাকে হরণ করেন, তখন বলরাম অর্জুনের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে তৎক্ষণাৎ বধ করতে চেয়েছিলেন। সখাকে রক্ষা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তখন বলরামের পায়ে পড়ে তাঁকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিলেন অত ক্রুদ্ধ না হতে। তার ফলে বলরামের ক্রোধ প্রশমিত হয়। তেমনি এক সময় কৌরবদের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি তাদের রাজধানী হস্তিনাপুরকে যমুনার জলে ফেলে দিতে চেয়েছিলেন। তখন কৌরবেরা তাঁর শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হলে তাঁর ক্রোধ প্রশমিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্বে তিনি ছিলেন দেবকীর গর্ভজাত সপ্তম পুত্র, কিন্তু কংসের ক্রোধ এড়াবার জন্য ভগবানের ইচ্ছায় তিনি রোহিণীর গর্ভে স্থানান্তরিত হন। তাই তাঁর আর একটি নাম সঙ্কর্ষণ, যিনি হচ্ছেন শ্রীবলদেবেরই অংশ। যেহেতু তিনি শ্রীকৃষ্ণেরই মতো শক্তিশালী এবং ভক্তদের আধ্যাত্মিক বল দান করতে পারেন, তাই তিনি বলদেব নামে পরিচিত। বেদেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে বলরামের কৃপা ব্যতীত কেউই পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না। বল মানে হচ্ছে আধ্যাত্মিক শক্তি, দৈহিক শক্তি নয়। দৈহিক শক্তির দ্বারা কেউই আধ্যাত্মিক উপলব্ধি লাভ করতে পারে না। জড় দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে দৈহিক শক্তিরও বিনাশ হয়, কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি আত্মার সঙ্গে পরবর্তী দেহেও অনুগমন করে, এবং তাই বলদেবের কৃপালব্ধ বলের কখনও অবক্ষয় হয় না। সেই বল নিত্য, এবং তাই বলদেব হচ্ছেন সমস্ত ভক্তদের আদি গুরু।

সান্দীপনি মুনির পাঠশালায় বলদেব ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের সহপাঠী। তাঁর শৈশবে তিনি শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বহু অসুরকে সংহার করেছিলেন। বিশেষ করে তিনি তালবনে ধেনুকাসুরকে সংহার করেছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে তিনি ছিলেন নিরপেক্ষ, এবং সেই যুদ্ধ যাতে না হয় সেজন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। তিনি দুর্যোধনের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন। দুর্যোধন এবং ভীমসেনের মধ্যে যখন গদাযুদ্ধ হয়, তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ভীম যখন দুর্যোধনের উরুতে গদাঘাত করেন, তখন তিনি ভীমসেনের প্রতি ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁকে দণ্ড দিতে উদ্যত হন। তাঁর ক্রোধ থেকে শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে রক্ষা করেন। ভীমের প্রতি বিরক্ত হয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করেন, এবং তাঁর প্রস্থানের পর দুর্যোধন ভূপতিত হয়ে মৃত্যুমুখী হন। মাতুলরূপে তিনি অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেন। সেই সময় পাণ্ডবেরা এত শোকসন্তপ্ত ছিলেন যে তখন তাঁদের তা অনুষ্ঠান করা অসম্ভব ছিল। তাঁর লীলার সমাপ্তি কালে তিনি তাঁর মুখ থেকে এক বিশাল শ্বেতসর্প উৎপন্ন করে এই জগৎ থেকে বিদায় নেন, এবং এইভাবে শেষনাগ দ্বারা বাহিত হন।

প্রদ্যুম্ন ঃ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং দ্বারকায় তাঁর প্রধানা মহিষী মহালক্ষ্মী শ্রীমতী রুক্মিণীদেবীর পুত্র, যিনি ছিলেন কামদেবের অবতার অথবা অন্য মতে সনৎকুমারের অবতার। অর্জুনের সঙ্গে সুভদ্রার বিবাহের পর যাঁরা তাঁকে অভিনন্দন জানাতে গিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন। যে সমস্ত প্রধান সেনাপতিরা শাল্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, তিনি ছিলেন তঁদের মধ্যে অন্যতম, এবং সেই যুদ্ধে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে অচেতন হয়ে পড়েন। তাঁর সারথি তখন তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে শিবিরে নিয়ে আসেন; সেই কার্যের জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হন, এবং সারথিকে তিরস্কার করেন। তিনি পুনরায় শাল্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং বিজয়ী হন। তিনি নারদের কাছ থেকে বিভিন্ন দেবতাদের সম্বন্ধে শ্রবণ করেছিলেন। তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চতুর্ব্যূহের অন্যতম। চতুর্ব্যূহে তাঁর স্থান তৃতীয়। তিনি ব্রাহ্মণের মহিমা সম্বন্ধে তাঁর পিতা শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছিলেন। যদু বংশীয়দের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে তিনি বৃষ্ণি বংশের আর একজন রাজা ভোজের হস্তে নিহত হন। তাঁর মৃত্যুর পর তিনি তাঁর স্বরূপে অধিষ্ঠিত হন।

চারুদেষ্ণ ঃ শ্রীকৃষ্ণ এবং রুক্মিণীদেবীর অন্য আর এক পুত্র। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় তিনিও উপস্থিত ছিলেন। তাঁর পিতা এবং অন্যান্য ভাইদের মতো তিনিও একজন মহান যোদ্ধা ছিলেন। তিনি বিবিনিধকের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে বধ করেছিলেন।

সাম্ব ঃ জাম্ববতীর গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্র, যিনি ছিলেন যদু বংশের অন্যতম এক মহান বীর। তিনি অর্জুনের কাছে ধনুর্বিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করেছিলেন, এবং মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সভায় তিনি ছিলেন একজন সদস্য। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে তিনি উপস্থিত ছিলেন। প্রভাস-যজ্ঞে যখন সমস্ত বৃষ্ণিরা একত্রিত হয়েছিলেন, তখন সাত্যকি বলদেবের সমক্ষে তাঁর মহিমান্বিত কার্যকলাপের বর্ণনা করেছিলেন। যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ-যজ্ঞে তিনিও তাঁর পিতা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর ভাইয়েরা তাঁকে একজন গর্ভবতী রমণীরূপে সাজিয়ে কয়েকজন ঋষির কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, এবং তিনি পরিহাস করে তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি কি প্রসব করবেন। ঋষিরা উত্তর দিয়েছিলেন যে তিনি একটি লৌহমুষল প্রসব করবেন, যা যদু বংশ ধ্বংসের কারণ হবে। পরের দিন সকাল বেলা সাম্ব একটি বিশাল লৌহমুষল প্রসব করেন, যা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উগ্রসেনের কাছে অর্পণ করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ঋষিদের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে পরবর্তীকালে এক ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ হয়, এবং সেই যুদ্ধে সাম্বর মৃত্যু হয়।

শ্রীকৃষ্ণের আগমনী-বার্তা শ্রবণ করে তাঁর সমস্ত পুত্রেরা তাঁদের স্বীয় প্রাসাদ পরিত্যাগ করেছিলেন, এবং শয়ন, আসন, ভোজন, ইত্যাদি সমস্ত কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে তাঁদের মহান পিতার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য দ্রুত অগ্রবর্তী হয়েছিলেন।

শ্লোক ১৮

বারণেন্দ্রং পুরস্কৃত্য ব্রাহ্মণৈঃ সসুমঙ্গলৈঃ ।
শঙ্খতূর্যনিনাদেন ব্রহ্মঘোষেণ চাদৃতাঃ ।
প্রত্যুজ্জগ্মূ রথৈর্হৃষ্টাঃ প্রণয়াগতসাধ্বসাঃ ॥১৮॥

বারণ-ইন্দ্রম্—শ্রেষ্ঠ হস্তী; **পুরস্কৃত্য**—অগ্রে করে; **ব্রাহ্মণৈঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **স-সুমঙ্গলৈঃ**—মঙ্গলসূচক চিহ্নাদিসহ; **শঙ্খ**—শঙ্খ; **তূর্য**—শিঙা; **নিনাদেন**—ধ্বনিত করে; **ব্রহ্ম-ঘোষেণ**—বৈদিক মন্ত্র পাঠ করে; **চ**—এবং; **আদৃতাঃ**—আদরান্বিত; **প্রতি**—অভিমুখে; **উজ্জগ্মূঃ**—দ্রুতবেগে গমন করেছিলেন; **রথৈঃ**—রথে; **হৃষ্টাঃ**—হৃষ্ট হয়ে; **প্রণয়াগত**—প্রণয়বশত; **সাধ্বসাঃ**—সম্ভ্রমযুক্ত।

অনুবাদ

পুষ্পাদি মাঙ্গলিক দ্রব্যসহ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে নিয়ে তাঁরা রথে চড়ে দ্রুতবেগে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য গমন করলেন। তাঁদের অগ্রে ছিল

সৌভাগ্যের প্রতীকস্বরূপ রাজহস্তী। তখন শঙ্খ এবং তূর্য ধ্বনিত হচ্ছিল এবং বৈদিক মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছিল। এইভাবে তাঁরা তাঁদের প্রণয়পূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক প্রথায় কোন মহান ব্যক্তিকে স্বাগত জানাবার বিধি সেই ব্যক্তির প্রতি প্রীতি এবং শ্রদ্ধায় পূর্ণ এক পরিবেশের সৃষ্টি করে। এই স্বাগত জানাবার পবিত্র পরিবেশ নির্ভর করে শঙ্খ, পুষ্প, ধূপ, সুসজ্জিত হস্তী এবং বৈদিক স্তোত্র পাঠরত সুযোগ্য ব্রাহ্মণসহ উপরোক্ত সাজ-সরঞ্জামগুলির উপর। স্বাগত জানাবার এই প্রকার অনুষ্ঠান স্বাগতকারী এবং স্বাগত ব্যক্তি উভয়েরই ঐকান্তিকতায় পূর্ণ থাকে।

শ্লোক ১৯

বারমুখ্যাশ্চ শতশো যানৈস্তদ্দর্শনোৎসুকাঃ ।
লসৎকুণ্ডলনির্ভাতকপোলবদনশ্রিয়ঃ ॥১৯॥

বারমুখ্যাঃ—বিখ্যাত বারবনিতাগণ; **চ**—এবং; **শতশঃ**—শত শত; **যানৈঃ**—যানে করে; **তৎ-দর্শন**—তাঁকে (শ্রীকৃষ্ণকে) দর্শন করার জন্য; **উৎসুকাঃ**—অত্যন্ত কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে; **লসৎ**—দোদুল্যমান; **কুণ্ডল**—কানের দুল; **নির্ভাত**—উজ্জ্বল; **কপোল**—গণ্ডদেশ; **বদন**—মুখমণ্ডল; **শ্রিয়ঃ**—সৌন্দর্য।

অনুবাদ

তখন শত শত বিখ্যাত বারবনিতাগণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করার জন্য অত্যন্ত উৎসুক হয়ে বিবিধ যানসমূহে আরোহণ করে তাঁর প্রতি ধাবিত হয়েছিল। তাদের সুন্দর মুখ-মণ্ডলে দোদুল্যমান বর্ণোজ্জ্বল কুণ্ডল শোভা পাচ্ছিল, যার ফলে তাদের কপোলদেশের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছিল।

তাৎপর্য

কোন বারবনিতা বা বেশ্যাও যদি ভগবানের ভক্ত হয়, তা হলে তাকে ঘৃণা করা উচিত নয়। ভারতের মহা-নগরীগুলিতে এখনও বহু বেশ্যা রয়েছে, যারা ভগবানের ঐকান্তিক ভক্ত। ঘটনাচক্রে কাউকে এমন কোন বৃত্তি গ্রহণ করতে হতে পারে, যা সমাজে সম্মানিত নয়, কিন্তু তা ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের প্রতিবন্ধক নয়।

ভগবদ্ভক্তি সমস্ত পরিস্থিতিতেই অপ্রতিহত। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও দ্বারকার মতো নগরীতে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ বাস করতেন, সেখানেও বেশ্যা ছিল। তার অর্থ হচ্ছে যে সমাজ-ব্যবস্থার যথাযথ সংরক্ষণের জন্য বেশ্যারাও হচ্ছে প্রয়োজনীয় নাগরিক। সরকার মদের দোকান খোলে, তার অর্থ এই নয় যে সরকার সুরা পান করতে নাগরিকদের অনুপ্রাণিত করে। এর প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এক শ্রেণীর মানুষ মদ্যপান করবেই, সুতরাং তাদের জন্য সুনিয়ন্ত্রিতভাবে মদ সরবরাহ করা সমীচীন। প্রায়ই দেখা যায় যে মহানগরীগুলিতে মাদক দ্রব্য নিষিদ্ধ করা হলে সেখানে মদের চোরাই চালান শুরু হয়। তেমনই যে সমস্ত মানুষ ঘরে সন্তুষ্ট নয়, তাদের জন্য এই প্রকার সুবিধা প্রদানের প্রয়োজন; এবং বেশ্যা যদি না থাকে, তা হলে এই প্রকার নীচ মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা অন্য সব মেয়েদের বেশ্যায় পরিণত করবে। সমাজের পবিত্রতা বজায় রাখার জন্য বাজারে বেশ্যা থাকা অনেক ভাল। সমাজের ভিতর বেশ্যাবৃত্তি অনুমোদন করার থেকে এক শ্রেণীর বেশ্যার মাধ্যমে বেশ্যা প্রথা প্রচলিত রাখা অনেক ভাল। প্রকৃত সংস্কার হচ্ছে সমস্ত মানুষকে ভগবদ্ভক্তে পরিণত হওয়ার শিক্ষা দান করা, এবং তার ফলে জীবনের অধঃপতনের সমস্ত সম্ভাবনা প্রতিহত হবে।

বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায়ের একজন মহান আচার্য শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর তাঁর গার্হস্থ্য জীবনে একজন বেশ্যার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত ছিলেন, যিনি ছিলেন একজন ভগবদ্ভক্ত। এক প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির রাত্রে বিল্বমঙ্গল ঠাকুর যখন চিন্তামণির গৃহে এসেছিলেন, তখন চিন্তামণি তাঁকে সেই ভয়ঙ্কর রাত্রে জলপ্লাবিত দুরন্ত নদী অতিক্রম করে তাঁর কাছে তাঁকে আসতে দেখে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তিনি বিল্বমঙ্গল ঠাকুরকে বলেছিলেন যে তাঁর মতো একজন হাড়-মাংসের তৈরী নগণ্য স্ত্রীলোকের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে তিনি যদি ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হতেন, তা হলে তাঁর জন্ম সার্থক হত। সেটি ছিল বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের জীবনে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণ, এবং সেই বেশ্যার উপদেশে তাঁর জীবনের গতি পারমার্থিক উপলব্ধি লাভের পথে মোড় নিয়েছিল। পরবর্তীকালে ঠাকুর সেই বেশ্যাকে তাঁর গুরু বলে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন, এবং তাঁর রচনার বিভিন্ন স্থানে তিনি প্রকৃত পথ প্রদর্শনকারীরূপে চিন্তামণির উল্লেখ করেছেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/৩২) ভগবান বলেছেন, নিম্ন কুলোদ্ভূত চণ্ডাল, নাস্তিক কুলোদ্ভূত ব্যক্তি এবং বেশ্যারাও যদি তাঁর প্রতি অনন্য ভক্তিপরায়ণ হয়, তা হলে

তারা জীবনের পরম সিদ্ধি লাভ করবে। কারণ ভগবদ্ভক্তির পথে নীচ জন্ম এবং নীচ বৃত্তি কোন প্রতিবন্ধক নয়। এই পথ যেই অনুসরণ করতে চায় তারই জন্য উন্মুক্ত।

এখানে বোঝা যায় যে, দ্বারকার যে সমস্ত বেশ্যারা ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য অত্যন্ত উৎসুক ছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন ভগবানের অনন্য ভক্ত, এবং *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার* উপরোক্ত বাণী অনুসারে তাঁরা সকলেই ছিলেন মুক্তি পথগামী। তাই, সমাজে যে সংস্কারের প্রয়োজন তা হচ্ছে সমস্ত নাগরিকদের ভগবদ্ভক্তে পরিণত করার এক সুসংবদ্ধ প্রচেষ্টা, যার ফলে স্বর্গের দেবতাদের সমস্ত সদ্‌গুণগুলির দ্বারা তারা আপনা থেকেই বিভূষিত হবে। পক্ষান্তরে জড়জাগতিক বিচারে যত উন্নত বলেই মনে হোক না কেন, অভক্তদের মধ্যে কোন সদ্‌গুণ থাকে না। পার্থক্যটি হচ্ছে এই যে ভগবদ্ভক্তরা মুক্তির পথে অগ্রসর হচ্ছেন, কিন্তু অভক্তরা জড় জগতের বন্ধনে দৃঢ় থেকে দৃঢ়তররূপে আবদ্ধ হয়ে পড়ছে। সভ্যতার প্রগতির মানদণ্ড হচ্ছে মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য মানুষকে শিক্ষিত করা।

শ্লোক ২০

নটনর্তকগন্ধর্বাঃ সূতমাগধবন্দিনঃ ।
গায়ন্তি চোত্তমশ্লোকচরিতান্যদ্ভুতানি চ ॥ ২০ ॥

নট—অভিনেতাগণ; **নর্তক**—নর্তকগণ; **গন্ধর্বাঃ**—স্বর্গলোকের গায়কগণ; **সূত**—পেশাদার পৌরাণিকগণ; **মাগধ**—পেশাদার স্তুতিগায়ক ভাটগণ; **বন্দিনঃ**—পেশাদার শিক্ষিত স্তাবকগণ; **গায়ন্তি**—কীর্তন করেন; **চ**—যথাক্রমে; **উত্তমশ্লোক**—পরমেশ্বর ভগবান; **চরিতানি**—চরিতকথাসমূহ; **অদ্ভুতানি**—অলৌকিক; **চ**—এবং।

অনুবাদ

সুদক্ষ অভিনেতাগণ, শিল্পীবৃন্দ, নর্তকগণ, গায়কগণ, পৌরাণিকগণ, ভাটগণ এবং স্তাবকগণ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক লীলা চরিতকথাসমূহের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁকে যে যার মতো অভ্যর্থনা করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এখানে আমরা দেখতে পাই যে পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও মানব সমাজে নট, শিল্পী, নর্তক, গায়ক, ঐতিহাসিক, বংশাবলী বিশারদ, বক্তা, প্রভৃতির আবশ্যকতা ছিল। নর্তক, গায়ক এবং নাট্যশিল্পী এরা সকলেই সাধারণত শূদ্র কুলোদ্ভূত ছিল, কিন্তু

অভিজ্ঞ ঐতিহাসিক (সূত), বংশাবলী বিশারদ (মাগধ) এবং বক্তারা (বন্দী) ছিলেন ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভূত। এরা সকলেই বিশেষ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং তারা তাদের নিজেদের পরিবারে যথাযথভাবে শিক্ষা লাভ করত। এই সমস্ত নট, নর্তক এবং গায়ক, সূত, মাগধ এবং বন্দীরা বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন কল্পে ভগবানের অদ্ভুত কার্যকলাপের বর্ণনা করত। তারা কোন সাধারণ ঘটনাবলীর বর্ণনা করত না, এবং তাদের এই বর্ণনা কালের ক্রমানুসারে হত না। সমস্ত পুরাণ হচ্ছে বিভিন্ন যুগে এবং বিভিন্ন সময়ে, এমন কি বিভিন্ন লোকে, পরমেশ্বর ভগবানের সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্যের বর্ণনা। তাই সেই বর্ণনায় কালের ধারাবাহিকতা দেখা যায় না, এবং তাই আধুনিক ঐতিহাসিকেরা তার সূত্র ধরতে পারে না, এবং তার ফলে তারা নির্বোধের মতো মন্তব্য করে যে পুরাণগুলি হচ্ছে কেবল কতকগুলি কাল্পনিক গল্পকথা।

এমন কি একশ' বছর আগেও ভারতবর্ষে সমস্ত নাটকগুলি পরমেশ্বর ভগবানের অলৌকিক কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হত। এই সমস্ত নাটক সাধারণ মানুষদেরও মনোরঞ্জন করত। যাত্রার দল ভগবানের অলৌকিক কার্যকলাপের ভিত্তিতে অপূর্ব সুন্দরভাবে যাত্রা অভিনয় করত, এবং তার ফলে অশিক্ষিত কৃষকেরাও তা দেখে বৈদিক শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারতো। তাই সাধারণ মানুষের পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য সুদক্ষ নট, নর্তক, গায়ক, বন্দী প্রভৃতির প্রয়োজন রয়েছে। মাগধ বা বংশাবলী বিশারদেরা কোন বিশেষ বংশের বংশধরদের পূর্ণ তালিকা প্রদান করত। এমন কি আজও ভারতবর্ষের তীর্থস্থানগুলিতে পাণ্ডারা নবাগতদের পূর্ণ বংশতালিকা প্রদান করে থাকে। এই অদ্ভুত কার্য অনেক সময় এই প্রকার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করার জন্য বহু খরিদ্দারকে আকৃষ্ট করে।

শ্লোক ২১

ভগবাংস্তত্র বন্ধূনাং পৌরাণামনুবর্তিনাম্ ।
যথাবিধ্যুপসঙ্গম্য সর্বেষাং মানমাদধে ॥ ২১ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **তত্র**—সেখানে; **বন্ধূনাম্**—বন্ধুদের; **পৌরাণাম্**—পুরবাসীদের; **অনুবর্তিনাম্**—যারা তাঁকে অভ্যর্থনা এবং অভিনন্দন জানাবার জন্য তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিল; **যথা-বিধি**—যথোচিত; **উপসঙ্গম্য**—সমীপবর্তী হয়ে; **সর্বেষাম্**—সকলকে; **মানম্**—শ্রদ্ধা এবং সম্মান; **আদধে**—প্রদান করেছিলেন।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, পুরবাসী এবং আর যারা তাঁকে স্বাগত জানাতে এসেছিল, তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাদের সকলকে যথোচিত সম্মান এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান নিরাকার নন অথবা তাঁর ভক্তদের সঙ্গে ভাব বিনিময়ে অক্ষম কোন জড় পদার্থ নন। এখানে *যথাবিধি* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি তাঁর প্রশংসক এবং ভক্তদের সঙ্গে যথাযথভাবে ভাবের আদান-প্রদান করেন। ভগবানের শুদ্ধ ভক্তগণ অবশ্যই একই প্রকার, কারণ ভগবানের সেবা ছাড়া তাঁদের আর অন্য কোন লক্ষ্য নেই। তাই ভগবানও তাঁর এই প্রকার শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে যথাযথভাবে ভাবের আদান-প্রদান করেন, যেমন তিনি সর্বদাই তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের সমস্ত ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকেন। যারা ভগবানকে নিরাকার বলে, ভগবানও তাদের ব্যাপারে কোন উৎসাহ প্রদান করেন না। জীবের পারমার্থিক চেতনার বিকাশের মাত্রা অনুসারে ভগবান তাদের সঙ্গে আচরণ করেন এবং তাদের সন্তুষ্টি বিধান করেন। এখানে বিভিন্ন স্বাগতকারীর সঙ্গে তিনি যেভাবে আচরণ করেছেন, তার মাধ্যমে তা বোঝা যায়।

শ্লোক ২২

প্রহ্বাভিবাদনাশ্লেষকরস্পর্শস্মিতেক্ষণৈঃ ।
আশ্বাস্য চাশ্বপাকেভ্যো বরৈশ্চাভিমতৈর্বিভুঃ ॥ ২২ ॥

প্রহ্বা—মস্তক অবনত করে নমস্কার; **অভিবাদন**—বাক্যের দ্বারা অভিনন্দন; **আশ্লেষ**—আলিঙ্গন; **কর-স্পর্শ**—হস্ত দ্বারা স্পর্শ, **স্মিত-ঈক্ষণৈঃ**—ঈষৎ হাস্য সহকারে দর্শন দান; **আশ্বাস্য**—অভয় দান করে; **চ**—এবং; **আশ্বপাকেভ্যঃ**—চণ্ডালকে পর্যন্ত; **বরৈঃ**—বরদান করে; **চ**—ও; **অভিমতৈঃ**—ইচ্ছা অনুসারে; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান।

অনুবাদ

সর্বশক্তিমান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাউকে মস্তক অবনত করে নমস্কার, কাউকে অভিবাদন করে, কাউকে আলিঙ্গন, কাউকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ, কাউকে ঈষৎ হাস্যযুক্ত দর্শন দানে এবং কাউকে বা অভীষ্ট বর এবং অভয় প্রদান করে, আচণ্ডাল সকলকেই যথোচিত সম্মান করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্বাগত জানাবার জন্য সমস্ত স্তরের মানুষ সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন—পিতা বসুদেব, পিতামহ উগ্রসেন, গুরু গর্গমুনি থেকে শুরু করে বেশ্যা এবং কুকুরভোজী চণ্ডালেরা পর্যন্ত সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, এবং ভগবান পদ ও প্রতিষ্ঠা অনুসারে সকলকে সম্ভাষণ করেছিলেন। শুদ্ধ জীবরূপে সকলেই ভগবানের বিভিন্ন অংশ এবং তাই ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্ক থেকে কেউই বঞ্চিত নয়। এই প্রকার শুদ্ধ জীবেরা জড়া প্রকৃতির গুণের কলুষের মাত্রা অনুসারে বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত হয়েছে, কিন্তু জড়া প্রকৃতির স্তর নির্বিশেষে ভগবান তাঁর সমস্ত বিভিন্ন অংশের প্রতি সমানভাবে স্নেহপরায়ণ। তিনি এই সমস্ত বদ্ধ জীবদের ভগবদ্ধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এখানে অবতরণ করেন, এবং বুদ্ধিমান মানুষেরা জীবের প্রতি ভগবানের এই করুণার যথাযথ সদ্ব্যবহার করে। ভগবান তাঁর ধাম থেকে কাউকেই অযোগ্য বলে পরিত্যাগ করেন না, তবে জীবের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে যে, সে ভগবানের এই করুণা গ্রহণ করবে কি না।

শ্লোক ২৩

স্বয়ং চ গুরুভির্বিপ্রৈঃ সদারৈঃ স্থবিরৈরপি ।
আশীর্ভির্যুজ্যমানোঽন্যৈর্বন্দিভিশ্চাবিশৎপুরম্ ॥ ২৩ ॥

স্বয়ম্—তিনি নিজে; **চ**—ও; **গুরুভিঃ**—গুরুজনদের দ্বারা; **বিপ্রৈঃ**—ব্রাহ্মণদের দ্বারা; **সদারৈঃ**—সস্ত্রীক; **স্থবিরৈঃ**—অথর্ব; **অপি**—ও; **আশীর্ভিঃ**—আশীর্বাদের দ্বারা; **যুজ্যমানঃ**—যুক্ত হয়ে; **অন্যৈঃ**—অন্যদের দ্বারা; **বন্দিভিঃ**—বন্দনাকারীদের দ্বারা; **চ**—এবং; **অবিশৎ**—প্রবেশ করেছিলেন; **পুরম্**—নগরীতে।

অনুবাদ

তারপর সপত্নীক বৃদ্ধ গুরুজনগণ ও ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে ভগবান দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করলেন। সকলেই তাঁকে আশীর্বাদ করলেন এবং তাঁর মহিমা কীর্তন করলেন।

তাৎপর্য

বৈদিক সমাজে ব্রাহ্মণেরা কখনও ভবিষ্যতের অবসর জীবন-যাপনের জন্য ধন সঞ্চয়ে আগ্রহী ছিলেন না। তাঁরা যখন বৃদ্ধদশা প্রাপ্ত হতেন তখন তাঁরা তাঁদের

পত্নীসহ রাজদরবারে রাজার কাছে গিয়ে রাজার মহিমান্বিত কার্যকলাপের প্রশংসা করতেন, এবং রাজা তাঁদের জীবনের সমস্ত আবশ্যকতা প্রদান করতেন। এই সমস্ত ব্রাহ্মণেরা রাজার তোষামোদকারী ছিলেন না, পক্ষান্তরে তাঁরা রাজাদের বাস্তবিক কার্যকলাপের বর্ণনার দ্বারা তাঁদের মহিমা কীর্তন করতেন, এবং তাঁরাও এই সমস্ত ব্রাহ্মণদের পুণ্য কর্মের দ্বারা অধিকতর অনুপ্রাণিত হতেন। শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত মহিমা কীর্তনের যোগ্য, এবং বন্দনাকারী ব্রাহ্মণেরা ভগবানের মহিমা কীর্তন করার মাধ্যমে স্বয়ং মহিমান্বিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২৪

রাজমার্গং গতে কৃষ্ণে দ্বারকায়াঃ কুলস্ত্রিয়ঃ ।
হর্ম্যাণ্যারুরুহুর্বিপ্র তদীক্ষণমহোৎসবাঃ ॥ ২৪ ॥

রাজ-মার্গম্—রাজপথে; **গতে**—যাবার সময়; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণ; **দ্বারকায়াঃ**—দ্বারকা নগরীর; **কুল-স্ত্রিয়ঃ**—কুলরমণীগণ; **হর্ম্যাণি**—প্রাসাদে; **আরুরুহুঃ**—আরোহণ করলেন; **বিপ্র**—হে ব্রাহ্মণগণ; **তৎ-ঈক্ষণ**—তাঁকে (শ্রীকৃষ্ণকে) দর্শন করার জন্য; **মহা-উৎসবাঃ**—মহোৎসবরূপে বিবেচিত।

অনুবাদ

হে বিপ্রগণ, শ্রীকৃষ্ণ যখন রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন দ্বারকার কুলরমণীগণ তাঁকে দর্শন করার জন্য প্রাসাদসমূহের শীর্ষে আরোহণ করেছিলেন। তাঁদের কাছে তা এক মহোৎসবের মতো মনে হয়েছিল।

তাৎপর্য

ভগবানকে দর্শন করা নিঃসন্দেহে এক মহোৎসব, যা দ্বারকার পুরনারীরা মনে করেছিলেন। আজও ভারতের শ্রদ্ধাশীল রমণীরা তা অনুসরণ করে থাকেন। বিশেষ করে ঝুলন এবং জন্মাষ্টমী মহোৎসবে অসংখ্য ভারতীয় রমণীরা ভগবানের মন্দিরে সমবেত হন, যেখানে তাঁর শাশ্বত চিন্ময় বিগ্রহ আরাধিত হয়। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ভগবানের চিন্ময় রূপ ভগবান থেকে ভিন্ন নয়। ভগবানের এই রূপকে বলা হয় অর্চা-বিগ্রহ বা অর্চা-অবতার, এবং তা হচ্ছে এই জড় জগতে তাঁর অগণিত ভক্তদের তাঁকে সেবা করার সুযোগ দেবার উদ্দেশ্যে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি থেকে প্রকাশিত রূপ। জড় ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা ভগবানের চিন্ময় প্রকৃতি দর্শন করা যায়

না, এবং তাই ভগবান তাঁর অর্চা-বিগ্রহ ধারণ করেন, যা আপাতদৃষ্টিতে মাটি, কাঠ, পাথর আদি জড় উপাদান থেকে প্রস্তুত বলে মনে হলেও তাতে কোন জড় কলুষ নেই। ভগবান কৈবল্য বা অদ্বয়-তত্ত্ব হওয়ার ফলে সম্পূর্ণরূপে জড়াতীত। তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, এবং তাই ভৌতিক ধারণার দ্বারা কলুষিত না হয়ে তিনি যে কোন রূপে প্রকট হতে পারেন। তাই ভগবানের মন্দিরে অনুষ্ঠিত সমস্ত মহোৎসব যেভাবে সম্পাদন করা হয়, তা সবই আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর পূর্বে দ্বারকায় অনুষ্ঠিত মহোৎসবেরই মতো। ভগবত্তত্ত্ব পূর্ণরূপে অবগত মহান আচার্যগণ সাধারণ মানুষদের সুবিধার জন্য ভগবানের এই প্রকার মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু সেই তত্ত্ব সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বুদ্ধিহীন মানুষেরা সেই মহান প্রয়াসকে মূর্তি-পূজা বলে মনে করে অনধিকার চর্চা করে থাকে। তাই, যে সমস্ত স্ত্রী এবং পুরুষেরা ভগবানের চিন্ময় রূপ দর্শন করার জন্য ভগবানের মন্দিরে উৎসব অনুষ্ঠান করেন, তাঁরা ভগবানের চিন্ময় স্বরূপে অবিশ্বাসী ব্যক্তিদের থেকে সহস্র গুণে ধন্য।

এই শ্লোক থেকে প্রতীত হয় যে সমস্ত দ্বারকাবাসীরা বড় বড় প্রাসাদের মালিক ছিলেন। তা থেকে সেই শহরের সমৃদ্ধি সূচিত হয়। শোভাযাত্রা এবং ভগবানকে দর্শন করার জন্য রমণীরা ছাদের উপর উঠেছিলেন। মহিলারা রাস্তায় মানুষের ভিড়ে যাননি, এবং তার ফলে তাঁদের সম্মান অটুট ছিল। সেখানে পুরুষদের সঙ্গে তাদের কৃত্রিম সমানাধিকার ছিল না। স্ত্রীলোকদের পুরুষদের থেকে পৃথক রাখার ফলে তাঁদের মর্যাদা অধিক সুন্দরভাবে রক্ষা করা হয়। স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা করা উচিত নয়।

শ্লোক ২৫

নিত্যং নিরীক্ষমাণানাং যদপি দ্বারকৌকসাম্ ।
ন বিতৃপ্যন্তি হি দৃশঃ শ্রিয়োধামাঙ্গমচ্যুতম্ ॥ ২৫ ॥

নিত্যম্—সর্বদা; **নিরীক্ষমাণানাম্**—দর্শনকারীদের; **যৎ**—যদিও; **অপি**—সত্ত্বেও, **দ্বারকা-ওকসাম্**—দ্বারকাবাসীদের; **ন**—না; **বিতৃপ্যন্তি**—তৃপ্তি; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **দৃশঃ**—দর্শন; **শ্রিয়ঃ**—সৌন্দর্য; **ধাম-অঙ্গম্**—আধারস্বরূপ; **অচ্যুতম্**—অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ।

অনুবাদ

দ্বারকাবাসীরা সর্বদা সমস্ত সৌন্দর্যের আধারস্বরূপ অচ্যুত ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেও তৃপ্তি লাভ করতেন না।

তাৎপর্য

দ্বারকা নগরীর রমণীরা যখন তাঁদের প্রাসাদের ছাদের উপর থেকে ভগবানকে দর্শন করছিলেন, তখন তাঁদের মনে হয়নি যে পূর্বে তাঁরা বহুবার অচ্যুত ভগবানের সুন্দর অঙ্গ দর্শন করেছিলেন। তা থেকে সূচিত হয় যে তাঁদের ভগবানকে দর্শন করার বাসনা কখনই তৃপ্ত হয়নি। যদি কোন জড় বস্তু বার বার দেখা হয়, তা হলে তৃপ্তির স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে তার প্রতি আর কোন আকর্ষণ থাকে না। তৃপ্তির এই নিয়ম জড় বস্তুর বেলায় কার্যকরী হলেও চিজ্জগতে কিন্তু তার কোন অবকাশ নেই। এখানে অচ্যুত শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা ভগবান যদিও কৃপাপূর্বক এই জড় জগতে অবতরণ করেছেন, তথাপি তিনি হচ্ছেন অচ্যুত। সমস্ত জীবেরা চ্যুত, কেননা তারা যখন জড় জগতের সংস্পর্শে আসে, তখন তারা তাদের চিন্ময় পরিচয় হারিয়ে ফেলে। আর তার ফলে দেহাত্ম-বুদ্ধির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে, জড়া প্রকৃতির নিয়মে জন্ম, বৃদ্ধি, বিকার, স্থিতি, ক্ষয় এবং বিনাশের অধীনস্থ হয়। ভগবানের অঙ্গ কিন্তু তেমন নয়। তিনি তাঁর স্বরূপে অবতরণ করেন এবং তিনি কখনও জড়া প্রকৃতির গুণের অধীন হন না। তাঁর দেহ সব কিছুর উৎস, এবং আমাদের ধারণার অতীত সমস্ত সৌন্দর্যের আধারস্বরূপ। তাই ভগবানের চিন্ময় রূপ দর্শন করে কেউই কখনও তৃপ্ত হন না, কেননা তাতে নিত্য নব নবায়মান সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়। ভগবানের দিব্য নাম, রূপ, গুণ, পরিকর, ইত্যাদি সবই চিন্ময়, এবং তাই ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করে অথবা তাঁর গুণ আলোচনা করে কখনোই তৃপ্ত হওয়া যায় না, এবং তাঁর পরিকরের সংখ্যাও কখনও গণনা করে শেষ করা যায় না। তিনি হচ্ছেন সব কিছুর উৎস এবং তিনি অসীম।

শ্লোক ২৬

শ্রিয়ো নিবাসো যস্যোরঃ পানপাত্রং মুখং দৃশাম্ ।
বাহবো লোকপালানাং সারঙ্গাণাং পদাম্বুজম্ ॥ ২৬ ॥

শ্রিয়ঃ—লক্ষ্মীদেবী; **নিবাসঃ**—আবাসস্থল; **যস্য**—যাঁর; **উরঃ**—বক্ষ; **পান-পাত্রম্**—পানপাত্র; **মুখম্**—মুখ; **দৃশাম্**—চক্ষুর; **বাহবঃ**—বাহু; **লোক-পালানাম্**—লোকপাল দেবতাদের; **সারঙ্গাণাম্**—গুণকীর্তনকারী ভক্তদের; **পদ-অম্বুজম্**—শ্রীপাদপদ্ম।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণের বক্ষস্থল লক্ষ্মীদেবীর বিলাসস্থান। তাঁর মুখচন্দ্র সৌন্দর্যরূপ অমৃত পানের আকাঙ্ক্ষীদের পানপাত্রস্বরূপ। তাঁর বাহু লোকপালদের আশ্রয় এবং তাঁর শ্রীপাদপদ্ম তাঁর মহিমা কীর্তনকারী শুদ্ধ ভক্তদের ধাম।

তাৎপর্য

বিভিন্ন স্তরের মানুষ রয়েছে, এবং তারা সকলেই ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার আনন্দের অন্বেষণ করছে। কিছু মানুষ রয়েছে যারা লক্ষ্মীদেবীর কৃপার অভিলাষী, এবং বৈদিক শাস্ত্র তাদের জানিয়ে দেয় যে চিন্তামণি ধামে ভগবান শত-সহস্র লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা সেবিত হন। ভগবানের এই চিন্ময় ধামে সমস্ত বৃক্ষগুলি হচ্ছে কল্পবৃক্ষ এবং সেখানকার গৃহগুলি স্পর্শমণির দ্বারা নির্মিত। সেখানে ভগবান গোবিন্দ তাঁর স্বাভাবিক বৃত্তিরূপে সুরভি গাভীদের পালন করেন। যদি আমরা ভগবানের শ্রীঅঙ্গের সৌন্দর্যের প্রতি আকৃষ্ট হই, তা হলে আপনা থেকেই আমরা এই সমস্ত লক্ষ্মীদেবীর দর্শন করতে পারি। নির্বিশেষবাদীরা তাদের শুষ্ক মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানের প্রভাবে এই সমস্ত লক্ষ্মীদেবীদের দর্শন করতে পারে না। আর শিল্পী, যারা সুন্দর সৃষ্টির দ্বারা অভিভূত থাকে, তাদের কর্তব্য হচ্ছে পূর্ণ তৃপ্তি লাভের জন্য ভগবানের সুন্দর মুখমণ্ডল দর্শন করা। ভগবানের মুখমণ্ডল সমস্ত সৌন্দর্যের আধারস্বরূপ। তারা যাকে সুন্দর প্রকৃতি বলে বর্ণনা করে, তা হচ্ছে তাঁর হাস্য; আর তারা যাকে পাখির সুন্দর কূজন বলে, তা হচ্ছে ভগবানের মৃদু কণ্ঠস্বরের প্রকাশ। ব্রহ্মাণ্ডের পরিচালনার জন্য প্রশাসনিক অধিকারী দেবতা রয়েছে এবং রাজ্যের স্তরে ছোট ছোট দেবতা রয়েছে। তারা সর্বদাই অন্যান্য প্রতিযোগীদের ভয়ে ভীত থাকে, কিন্তু তারা যদি ভগবানের বাহুযুগলের আশ্রয় অবলম্বন করে, তা হলে ভগবান তাদের শত্রুদের আক্রমণ থেকে সর্বদা রক্ষা করেন। প্রশাসনিক সেবায় যুক্ত ভগবানের বিশ্বস্ত সেবক হচ্ছেন আর্দশ নেতা, এবং তিনিই জনসাধারণের স্বার্থ যথাযথভাবে রক্ষা করতে পারেন। অন্য তথাকথিত প্রশাসকেরা কালের অসঙ্গতিসূচক প্রতীকস্বরূপ, যাদের শাসনে মানুষদের কেবল দুঃসহ দুঃখ ভোগ করতে হয়। প্রশাসকগণ ভগবানের বাহুযুগলের আশ্রয়ে সুরক্ষিত থাকতে পারে। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সব কিছুর সার, তাই তাঁকে বলা হয় *সারম্* । আর যারা তাঁর মহিমা কীর্তন করেন এবং তাঁর কথা বলেন, তাঁদের বলা হয় *সারঙ্গ* বা শুদ্ধ ভক্ত। শুদ্ধ ভক্তেরা সর্বদাই ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম লাভের জন্য লালায়িত

থাকেন। পদ্মে এক প্রকার মধু হয়, যার অপ্রাকৃত স্বাদ ভক্তগণ আস্বাদন করেন। ভক্তগণ সর্বদাই মধুলোলুপ ভ্রমরের মতো। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আচার্য মহাভাগবত শ্রীল রূপ গোস্বামী নিজেকে একজন ভ্রমরের সঙ্গে তুলনা করে সেই পদ্ম-মধুর সম্বন্ধে একটি গান গেয়েছেন—

দেব ভবন্তং বন্দে ।
মন্মানস-মধুকরমর্পয় নিজপদ-পঙ্কজ-মকরন্দে ॥
যদপি সমাধিষু বিধিরপি পশ্যতি
ন তব নখাগ্রমরীচিম্ ।
ইদমিচ্ছামি নিশম্য তবাচ্যুত
তদপি কৃপাদ্ভুত-বীচিম্ ॥
ভক্তিরুদঞ্চতি যদ্যপি মাধব
ন ত্বয়ি মম তিলমাত্রী ॥
পরমেশ্বরতা তদপি তবাধিক-
দুর্ঘটঘটন-বিধাত্রী ॥
অয়মবিলোলতয়াদ্য সনাতন
কলিতাদ্ভুত-রসভারম্ ।
নিবসতু নিত্যমিহামৃতনিন্দিনি
বিন্দন্ মধুরিমসারম্ ॥ ৩ ॥

"হে দেব! (কৃষ্ণ) তোমাকে বন্দনা করি। আমার মানস-মধুকরকে নিজ পাদপদ্মের মকরন্দে (মধুতে) অর্পণ কর। যদিও ব্রহ্মা সমাধিযোগে তোমার নখাগ্রকিরণ পর্যন্ত দর্শনে অক্ষম, তথাপি হে অচ্যুত! তোমার অদ্ভুত কৃপাতরঙ্গ শ্রবণ করে এই ইচ্ছা করছি। হে মাধব! যদিও তোমাতে আমার তিলমাত্রও ভক্তির উদয় হয়নি, তথাপি তোমাতে অঘটনঘটনকারিণী পরমেশ্বরতা বিদ্যমান বলে কৃপা পাবার আশা করি। হে সনাতন! তোমার পাদপদ্ম অমৃতকেও নিন্দা করছে, অতএব আমার মানস-মধুকর মকরন্দ-পানে লুব্ধ হয়ে মাধুর্যসার প্রাপ্তির জন্য তোমার পাদপদ্মে নিশ্চলরূপে বাস করুক; এটিই আমার প্রার্থনা।" ভক্তেরা ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অবস্থিত হয়েই পূর্ণরূপে তৃপ্ত হন, ভগবানের সর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত মুখমণ্ডল দর্শন করার উচ্চাভিলাষ অথবা ভগবানের বলিষ্ঠ বাহুযুগলের দ্বারা সুরক্ষিত হওয়ার বাসনা তাঁরা করেন না। তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই বিনম্র, এবং ভগবান সর্বদাই এই প্রকার বিনীত ভক্তদের প্রতি অনুরক্ত।

শ্লোক ২৭

সিতাতপত্রব্যজনৈরুপস্কৃতঃ
প্রসূনবর্ষৈরভিবর্ষিতঃ পথি ।
পিশঙ্গবাসা বনমালয়া বভৌ
ঘনো যথার্কোডুপচাপবৈদ্যুতৈঃ ॥২৭॥

সিত-আতপত্র—শুভ্র ছত্র; **ব্যজনৈঃ**—চামর; **উপস্কৃতঃ**—সেবিত; **প্রসূন**—পুষ্প; **বর্ষৈঃ**—বৃষ্টি; **অভিবর্ষিতঃ**—আচ্ছাদিত; **পথি**—পথে; **পিশঙ্গ-বাসাঃ**—পীতবাস; **বন-মালয়া**—বনফুলের মালার দ্বারা; **বভৌ**—হয়েছিল; **ঘনঃ**—মেঘ; **যথা**—যেমন; **অর্ক**—সূর্য; **উডুপ**—চন্দ্র; **চাপ**—ইন্দ্রধনু; **বৈদ্যুতৈঃ**—বিদ্যুতের দ্বারা।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ যখন দ্বারকার রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর মাথার উপর শ্বেত ছত্র শোভা পাচ্ছিল, শ্বেত চামর ব্যজন করা হচ্ছিল এবং পুষ্প বৃষ্টির ফলে সারা পথ পুষ্পাচ্ছাদিত হয়েছিল। তখন পীতবাস ও বনমালা শোভিত শ্রীকৃষ্ণকে একসঙ্গে সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্রধনু ও বিদ্যুৎ শোভিত ঘন মেঘের মতো মনে হচ্ছিল।

তাৎপর্য

সূর্য, চন্দ্র, ইন্দ্রধনু এবং বিদ্যুৎ একসঙ্গে আকাশে প্রকট হয় না। যখন সূর্য থাকে তখন চন্দ্রকিরণ নিষ্প্রভ হয়ে যায়, এবং যখন ইন্দ্রধনু দেখা দেয় তখন আর বিদুৎ চমকায় না। ভগবানের অঙ্গকান্তি ঠিক বর্ষার জলভরা মেঘের মতো। এখানে তাঁকে মেঘের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাঁর মস্তকোপরি শ্বেত ছত্রকে সূর্যের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। চামরের আন্দোলনকে চন্দ্রের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পুষ্পবর্ষণকে তারকারাজির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তাঁর পরনে পীত বসনকে ইন্দ্রধনুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। গগনমণ্ডলের এই সমস্ত কার্যকলাপ একসঙ্গে প্রকাশিত হতে পারে না বলে তুলনার দ্বারাও তাদের সামঞ্জস্য নির্ণয় করা যায় না। এই সামঞ্জস্য তখনই সম্ভব যখন আমরা ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির কথা চিন্তা করি। ভগবান সর্বশক্তিমান, এবং তাঁর উপস্থিতিতে, তাঁর অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা অসম্ভবও সম্ভব হয়। কিন্তু দ্বারকার পথ দিয়ে তিনি যাওয়ার সময় যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তা এতই সুন্দর ছিল যে তার তুলনা প্রাকৃতিক ঘটনার বর্ণনা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর দ্বারা দেওয়া সম্ভব ছিল না।

শ্লোক ২৮

প্রবিষ্টস্তু গৃহং পিত্রোঃ পরিষ্বক্তঃ স্বমাতৃভিঃ ।
ববন্দে শিরসা সপ্ত দেবকীপ্রমুখা মুদা ॥ ২৮ ॥

প্রবিষ্টঃ—প্রবেশ করে; **তু**—কিন্তু; **গৃহম্**—গৃহে; **পিত্রোঃ**—পিতার; **পরিষ্বক্তঃ**—আলিঙ্গিত; **স্ব-মাতৃভিঃ**—তাঁর মাতাদের দ্বারা; **ববন্দে**—প্রণতি নিবেদন করেছিলেন; **শিরসা**—মস্তক দ্বারা; **সপ্ত**—সাত; **দেবকী**—দেবকী; **প্রমুখা**—আদি; **মুদা**—আনন্দ সহকারে।

অনুবাদ

তারপর তাঁর পিতার আলয়ে প্রবেশ করে তিনি দেবকী আদি তাঁর মাতাদের দ্বারা আলিঙ্গিত হলেন এবং তিনি মস্তক অবনত করে তাঁদের প্রণতি নিবেদন করলেন।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের আলাদা বাসস্থান ছিল, যেখানে তিনি তাঁর আঠার জন পত্নীসহ বাস করতেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী দেবকী হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত মাতা। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্য সমস্ত বিমাতারা তাঁর প্রতি সমান স্নেহশীলা ছিলেন, যা পরবর্তী শ্লোকে স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রকৃত মাতা এবং বিমাতাদের মধ্যে কোন ভেদভাব রাখতেন না, এবং তিনি সেখানে উপস্থিত বসুদেবের সমস্ত পত্নীদের প্রতি সমান শ্রদ্ধা সহকারে প্রণতি নিবেদন করেছিলেন। শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে সাত প্রকার মাতা রয়েছেন— ১) প্রকৃত মাতা, ২) গুরু-পত্নী, ৩) ব্রাহ্মণ-পত্নী, ৪) রাজার পত্নী, ৫) গাভী, ৬) ধাত্রী, এবং ৭) পৃথিবী। এঁরা সকলেই মাতা। শাস্ত্রের এই নির্দেশ অনুসারে, পিতার পত্নী হওয়ার ফলে বিমাতাও মাতারই মতো, কেননা পিতা হচ্ছেন গুরু। ব্রহ্মাণ্ড-পতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিমাতার প্রতি কিভাবে আচরণ করতে হয় সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য একজন আদর্শ পুত্রের ভূমিকায় লীলা বিলাস করেছেন।

শ্লোক ২৯

তাঃ পুত্রমঙ্কমারোপ্য স্নেহস্নুতপয়োধরাঃ ।
হর্ষবিহ্বলিতাত্মানঃ সিষিচুর্নেত্রজৈর্জলৈঃ ॥ ২৯ ॥

তাঃ—তাঁরা সকলে; **পুত্রম্**—পুত্রকে; **অঙ্কম্**—কোলে; **আরোপ্য**—স্থাপন করে; **স্নেহ-স্নুত**—স্নেহসিক্ত; **পয়োধরাঃ**—দুগ্ধবতী হন; **হর্ষ**—আনন্দ; **বিহ্বলিত-আত্মানঃ**—উদ্বেলিত চিত্ত; **সিষিচুঃ**—সিক্ত করেছিলেন; **নেত্রজৈঃ**—অক্ষির; **জলৈঃ**—জলে।

অনুবাদ

তাঁদের পুত্রকে আলিঙ্গন করে মাতারা তাঁকে তাঁদের কোলে বসালেন। তখন স্নেহবশত তাঁদের স্তন থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত হতে লাগল, এবং আনন্দাশ্রুর দ্বারা তাঁরা তখন শ্রীকৃষ্ণকে অভিষিক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণও যখন বৃন্দাবনে ছিলেন, তখন সেখানকার গাভীরা পর্যন্ত তাঁর প্রতি স্নেহসিক্ত ছিল, এবং তিনি সমস্ত স্নেহশীলা গাভীর স্তন থেকে দুগ্ধ দোহন করতেন। অতএব তাঁর বিমাতাদের কি কথা, যাঁরা ছিলেন তাঁর নিজের মায়েরই মতো।

শ্লোক ৩০

অথাবিশৎ স্বভবনং সর্বকামমনুত্তমম্ ।
প্রাসাদা যত্র পত্নীনাং সহস্রাণি চ ষোড়শ ॥ ৩০ ॥

অথ—তারপর; **অবিশৎ**—প্রবেশ করে; **স্ব-ভবনম্**—তাঁর নিজের প্রাসাদে; **সর্ব**—সকল; **কামম্**—বাসনা; **অনুত্তমম্**—সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ; **প্রাসাদাঃ**—প্রাসাদসমূহ; **যত্র**—যেখানে; **পত্নীনাম্**—পত্নীদের; **সহস্রাণি**—সহস্র সহস্র; **চ**—অধিকন্তু; **ষোড়শ**—ষোল।

অনুবাদ

তারপর যেখানে তাঁর ষোল হাজারেরও অধিক পত্নী বাস করতেন, সেই সর্ব অভীষ্টপ্রদ সর্বোৎকৃষ্ট তাঁর প্রাসাদসমূহে ভগবান প্রবেশ করলেন।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার একশ' আটজন পত্নী ছিলেন, এবং তাঁদের প্রত্যেকের জন্য বিস্তীর্ণ অঙ্গন, উদ্যান এবং সম্পূর্ণরূপে সুসজ্জিত এক-একটি প্রাসাদ

ছিল। দশম স্কন্ধে এই সমস্ত প্রাসাদের পূর্ণ বিবরণ দেওয়া হয়েছে। সেই প্রাসাদগুলি সর্বশ্রেষ্ঠ মর্মর প্রস্তর দিয়ে তৈরী হয়েছিল। সেগুলি মণিরত্নের দ্বারা প্রকাশিত ছিল, সোনার জরি এবং সূচীকার্যের দ্বারা ভূষিত মখ্‌মল্‌, রেশমের পর্দা ও গালিচার দ্বারা সেগুলি সুন্দরভাবে সজ্জিত ছিল। ভগবান হচ্ছেন তিনি—যিনি সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্র সৌন্দর্য, সমগ্র যশ, সমগ্র জ্ঞান এবং সমগ্র বৈরাগ্য সমন্বিত। অতএব ভগবানের সমস্ত প্রাসাদে তাঁর সমস্ত বাসনা চরিতার্থ করার জন্য কোন বস্তুর অভাব ছিল না। ভগবান অসীম, অতএব তাঁর বাসনাও অসীম, এবং তার সরবরাহও অসীম। সব কিছুই অসীম হওয়ার ফলে এখানে সংক্ষেপে *সর্ব-কামম্‌* বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ সমস্ত কাম্য বস্তুর দ্বারা এই সমস্ত প্রাসাদগুলি পূর্ণ ছিল।

শ্লোক ৩১

পত্ন্যঃ পতিং প্রোষ্য গৃহানুপাগতং
বিলোক্য সংযাতমনোমহোৎসবাঃ ।
উত্তস্থুরারাৎ সহসাসনাশয়াৎ
সাকং ব্রতৈর্ব্রীড়িতলোচনাননাঃ ॥ ৩১ ॥

পত্ন্যঃ—শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণ; **পতিম্‌**—পতিকে; **প্রোষ্য**—প্রবাসী; **গৃহ-অনুপাগতম্‌**—গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন; **বিলোক্য**—দেখে; **সঞ্জাত**—বর্ধিত; **মনঃ-মহা-উৎসবাঃ**—হৃদয়ে আনন্দোৎসবের অনুভূতি; **উত্তস্থুঃ**—উঠলেন; **আরাৎ**—দূর থেকে; **সহসা**—হঠাৎ; **আসনা**—আসন থেকে; **আশয়াৎ**—ধ্যানস্থ অবস্থা থেকে; **সাকম্‌**—সহ; **ব্রতৈঃ**—ব্রত; **ব্রীড়িত**—সলজ্জ; **লোচন**—চক্ষু; **আননাঃ**—মুখমণ্ডল।

অনুবাদ

দীর্ঘ প্রবাসের পর পতিকে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে দেখে শ্রীকৃষ্ণের পত্নীদের হৃদয় পরমানন্দে পূর্ণ হল, তাঁদের চক্ষু ও বদন লজ্জাবনত হল, এবং তাঁরা তাঁদের আসন এবং চিন্তামগ্ন অবস্থা থেকে তৎক্ষণাৎ উত্থিত হলেন।

তাৎপর্য

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভগবান তাঁর ষোল হাজার একশ আটজন মহিষীর প্রাসাদে প্রবেশ করেছিলেন। তার অর্থ হচ্ছে যে ভগবান তৎক্ষণাৎ যতজন মহিষী

এবং প্রাসাদ ছিল তত সংখ্যায় নিজেকে বিস্তার করে সেই সমস্ত প্রাসাদে একই সময়ে প্রবেশ করেছিলেন। এটি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির আর একটি প্রকাশ। যদিও তিনি এক এবং অদ্বিতীয়, তথাপি তিনি তাঁর ইচ্ছা অনুসারে নিজেকে অসংখ্য চিন্ময় রূপে বিস্তার করতে পারেন। *শ্রুতি-মন্ত্রে* প্রতিপন্ন হয়েছে যে পরম তত্ত্ব এক, তথাপি যখনই তিনি বাসনা করেন তৎক্ষণাৎ তিনি বহু হতে পারেন। ভগবানের এই বিস্তার অংশ এবং বিভিন্নাংশ রূপে প্রকাশিত হয়। তাঁর বিভিন্নাংশ তাঁর শক্তির দ্যোতক, এবং তাঁর অংশ তাঁর স্বরূপের অভিব্যক্তি। এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান নিজেকে ষোল হাজার একশ' আট অংশে বিস্তার করে তাঁর প্রতিটি মহিষীর প্রাসাদে একই সঙ্গে প্রবেশ করেছিলেন। এটি ভগবানের বৈভব বা চিন্ময় শক্তি। আর যেহেতু তিনি তা করতে পারেন, তাই তাঁকে বলা হয় যোগেশ্বর। সাধারণত যোগী বা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন জীবেরা বড় জোর তাদের দেহকে দশটি দেহে বিস্তার করতে পারে, কিন্তু ভগবান তাঁর ইচ্ছা অনুসারে কয়েক হাজার গুণ এমন কি অনন্ত গুণে নিজেকে বিস্তার করতে পারেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ষোল হাজার মহিষীকে বিবাহ করেছিলেন শুনে অবিশ্বাসী ব্যক্তিরা আশ্চর্য হয়, কেননা তারা মনে করে যে শ্রীকৃষ্ণ তাদেরই মতো একজন এবং তারা তাদের সীমিত ক্ষমতার দ্বারা ভগবানের শক্তি মাপতে চায়। সকলেরই এটি জেনে রাখা উচিত যে ভগবান কখনই জীবের সমতুল্য নন। জীবেরা হচ্ছে তাঁর তটস্থা শক্তির বিস্তার, এবং যদিও গুণগতভাবে শক্তি এবং শক্তিমানের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত অল্প, তথাপি শক্তি ও শক্তিমান কখনোই সমতুল্য নয়। ভগবানের মহিষীরা ছিলেন তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির বিস্তার, এবং এইভাবে শক্তি এবং শক্তিমান নিরন্তর দিব্য আনন্দের আদান-প্রদান করেন। তাকে বলা হয় ভগবানের লীলা। অতএব ভগবান যে এতজন পত্নীকে বিবাহ করেছিলেন সে কথা শুনে আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়। পক্ষান্তরে এই বিশ্বাস রাখা উচিত যে ভগবান যদি ষোল কোটি পত্নীকেও বিবাহ করতেন, তা হলেও তাঁর অচিন্ত্য এবং অব্যয় শক্তির পূর্ণ প্রকাশ হত না। সাধারণ মানুষ, তা সে যতই শক্তিশালী হোক না কেন, ভগবান যে তাদের সমকক্ষ বা তাদের থেকে নিকৃষ্ট নন সে কথা পৃথিবীপৃষ্ঠে মানুষের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করে যাবার জন্যই তিনি কেবলমাত্র ষোল হাজার পত্নীকে বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁদের প্রত্যেকের প্রাসাদে এক সঙ্গে প্রবেশ করেছিলেন। অতএব কেউই ভগবানের সমকক্ষ নয় অথবা ভগবান থেকে শ্রেষ্ঠ নয়। ভগবান সর্বদাই সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। "ভগবান সর্বশ্রেষ্ঠ"—এটি হচ্ছে শাশ্বত সত্য।

অতএব, মহিষীরা দূর থেকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কারণে গৃহে দীর্ঘকাল অনুপস্থিত পতিকে দর্শন করে তাঁদের ধ্যাননিদ্রা থেকে উত্থিত হয়ে তাঁদের পরম প্রিয়তমকে অভ্যর্থনা করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের ধর্মনীতি অনুসারে, যে রমণীর পতি প্রবাসে রয়েছেন তাঁর কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করা উচিত নয়, তাঁর দেহ অলঙ্কৃত করা উচিত নয়, হাসা উচিত নয় এবং কোনও অবস্থাতেই কোনও আত্মীয়ের গৃহে গমন করা উচিত নয়। যে রমণীর পতি প্রবাসে তিনি এই ব্রত অবলম্বন করেন। সেই সঙ্গে এই নির্দেশও দেওয়া হয়েছে যে, পত্নী কখনও তাঁর পতির সমক্ষে মলিন অবস্থায় উপস্থিত হবেন না। তাঁকে অলঙ্কারে বিভূষিত হয়ে, সুন্দর বস্ত্রে সজ্জিত হয়ে, প্রসন্ন এবং হরষিত অন্তরে পতির সমীপবর্তী হওয়া কর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতির ফলে তাঁর সমস্ত মহিষীরা সর্বদাই তাঁর চিন্তায় মগ্ন থাকতেন, এবং এইভাবে তাঁরা সর্বদা তাঁর ধ্যান করতেন। ভগবানের ভক্তেরা নিমেষের জন্যও ভগবানের ধ্যান না করে থাকতে পারেন না, অতএব তাঁর মহিষীদের কী কথা, যাঁরা ছিলেন স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী। ভগবানের দ্বারকা লীলায় তাঁরা মহিষীরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ভগবান থেকে কখনই তাঁদের বিচ্ছিন্ন করা যায় না। ভগবানের উপস্থিতির দ্বারা অথবা ধ্যানের দ্বারা সর্বদাই তাঁরা ভগবানের সঙ্গে যুক্ত। ভগবান যখন গোচারণ করার জন্য বৃন্দাবনের বনে চলে যেতেন, তখন ব্রজ-গোপিকারা নিমেষের জন্যও ভগবানকে ভুলতে পারতেন না। বাল্যাবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ যখন গ্রামে অনুপস্থিত থাকতেন, তখন গৃহে বসে গোপিকারা কিভাবে ভগবান তাঁর কোমল পদকমলের দ্বারা কর্কশ ভূমিতে বিচরণ করছেন সে কথা ভেবে উদ্বিগ্ন হতেন। এইভাবে চিন্তা করতে করতে তাঁরা সমাধিমগ্ন হয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হতেন। ভগবানের শুদ্ধ পার্ষদদের এই রকমই অবস্থা হয়। তাঁরা সর্বদাই সমাধিমগ্ন থাকেন। অতএব শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে তাঁর মহিষীরাও সমাধিস্থ ছিলেন। কিন্তু এখন দূর থেকে ভগবানকে দর্শন করে তাঁরা তাঁদের সমস্ত কার্য ত্যাগ করেছিলেন, এমন কি স্ত্রীলোকদের যে ব্রতের বর্ণনা পূর্বে করা হয়েছে তাও তাঁরা পরিত্যাগ করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, তখন তাঁদের মনে এক স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। প্রথমে তাঁরা তাঁদের আসন থেকে উত্থিত হয়েছিলেন, কেননা তাঁরা তাঁদের পতিকে দর্শন করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু স্ত্রীসুলভ লজ্জার ফলে তাঁরা নিরস্ত হয়েছিলেন। প্রবল উৎকণ্ঠার ফলে তাঁরা সেই দুর্বল অবস্থা দমন করে ভগবানকে আলিঙ্গন করার ভাবনায় অভিভূত হয়েছিলেন, এবং সেই চিন্তা তাঁদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে অচেতন করেছিল। এই আনন্দময় অবস্থা তাঁদের সমস্ত লৌকিকতা ও সামাজিক

রীতি-নীতির অবসান ঘটিয়েছিল। তার ফলে তাঁরা ভগবানের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পথে সমস্ত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করেছিলেন। আত্মার ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের এটিই হচ্ছে চরম অবস্থা।

শ্লোক ৩২

তমাত্মজৈর্দৃষ্টিভিরন্তরাত্মনা
দুরন্তভাবাঃ পরিরেভিরে পতিম্ ।
নিরুদ্ধমপ্যাস্রবদম্বু নেত্রয়ো-
র্বিলজ্জতীনাং ভৃগুবর্য বৈক্লবাৎ ॥ ৩২ ॥

তম্—তাঁকে (শ্রীকৃষ্ণকে); **আত্ম-জৈঃ**—পুত্রদের দ্বারা; **দৃষ্টিভিঃ**—দৃষ্টির দ্বারা; **অন্তর-আত্মনা**—অন্তরাত্মার দ্বারা; **দুরন্ত-ভাবাঃ**—গম্ভীরভাব সমন্বিত; **পরিরেভিরে**—আলিঙ্গন করেছিলেন; **পতিম্**—পতিকে; **নিরুদ্ধম্**—রুদ্ধ; **অপি**—সত্ত্বেও; **আস্রবৎ**—বিগলিত; **অম্বু**—বারিবিন্দু; **নেত্রয়োঃ**—চক্ষু থেকে; **বিলজ্জতীনাম্**—যাঁরা লজ্জিত হয়েছিলেন তাঁদের; **ভৃগু-বর্য**—হে ভৃগুকুলতিলক; **বৈক্লবাৎ**—বিহ্‌লতা হেতু।

অনুবাদ

তাঁদের দুরন্ত ভাব ছিল এতই প্রবল যে লজ্জাশীলা মহিষীরা প্রথমে ভগবানকে তাঁদের অন্তরের অন্তঃস্থলে আলিঙ্গন করলেন। তারপর তাঁরা তাঁকে চোখ দিয়ে আলিঙ্গন করলেন। তারপর তাঁকে আলিঙ্গন করার জন্য তাঁরা তাঁদের পুত্রদের পাঠালেন (এবং তা ছিল নিজেরই আলিঙ্গন করার মতো)। কিন্তু হে ভৃগুশ্রেষ্ঠ! যদিও তাঁরা তাঁদের অনুভূতিকে চেপে রাখার চেষ্টা করেছিলেন, তা সত্ত্বেও, অনিচ্ছাকৃতভাবেই তাঁরা অশ্রু বর্ষণ করেছিলেন।

তাৎপর্য

যদিও স্ত্রীসুলভ লজ্জার ফলে মহিষীরা তাঁদের প্রিয় পতি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আলিঙ্গন করতে পারেননি, তথাপি তাঁরা তাঁকে দর্শন করে, তাঁদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে তাঁকে স্থাপন করে, এবং তাঁদের পুত্রদের দ্বারা তাঁকে আলিঙ্গন করতে পাঠিয়ে তাঁরা সেই কার্যটি সম্পাদন করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই কার্যটি অসমাপ্ত রয়ে গিয়েছিল, অশ্রু সংবরণ করার বহু চেষ্টা করা সত্ত্বেও তাঁদের গাল বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়েছিল। পতিকে আলিঙ্গন করার জন্য পুত্রকে পাঠিয়ে মাতা পরোক্ষভাবে

পতিকে আলিঙ্গন করেন, কেননা পুত্র মাতার শরীর থেকেই বিকশিত হয়। পুত্রের আলিঙ্গন পতি-পত্নীর আলিঙ্গন থেকে ভিন্ন, কেননা তাতে কামভাব নেই, সেই আলিঙ্গনে রয়েছে স্নেহের পরিতৃপ্তি। প্রেমের সম্পর্কে চক্ষুর দ্বারা আলিঙ্গন অধিক প্রভাবপূর্ণ, এবং তাই শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, পতি-পত্নীর মধ্যে এই প্রকার ভাব বিনিময় অসমীচীন নয়।

শ্লোক ৩৩

যদ্যপ্যসৌ পার্শ্বগতো রহোগত-
স্তথাপি তস্যাঙ্ঘ্রিযুগং নবং নবম্ ।
পদে পদে কা বিরমেত তৎপদা-
চ্চলাপি যচ্ছ্রীর্ন জহাতি কর্হিচিৎ ॥ ৩৩ ॥

যদ্যপি—যদিও; **অসৌ**—তিনি (শ্রীকৃষ্ণ); **পার্শ্ব-গতঃ**—ঠিক তাঁর পাশে; **রহঃ-গতঃ**—সম্পূর্ণভাবে একাকী; **তথাপি**—তবুও; **তস্য**—তাঁর; **অঙ্ঘ্রি-যুগম্**—চরণযুগল; **নবম্ নবম্**—নব নব; **পদে পদে**—প্রতি পদে; **কা**—কে; **বিরমেত**—বিরত হতে পারে; **তৎ-পদাৎ**—তাঁর চরণ থেকে; **চলাপি**—চঞ্চলস্বভাবা হওয়া সত্ত্বেও; **যৎ**—যাঁকে; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **ন**—না; **জহাতি**—ত্যাগ করতে পারে; **কর্হিচিৎ**—কখনো।

অনুবাদ

শ্রীকৃষ্ণ যদিও সর্বদা একান্তভাবে তাঁদের পাশে অবস্থান করতেন, তবুও তাঁর শ্রীপাদপদ্মযুগল প্রতিক্ষণ তাঁদের কাছে নব নবায়মান বলে মনে হত। শ্রীলক্ষ্মীদেবী যদিও চঞ্চলস্বভাবা, কিন্তু তিনি ভগবানের পাদপদ্ম কখনো পরিত্যাগ করতে পারেন না। অতএব কোন্ নারী একবার সেই পদযুগলের আশ্রয় গ্রহণ করে তাঁর সেবা থেকে বিরত হতে পারে?

তাৎপর্য

বদ্ধ জীবেরা সর্বদাই লক্ষ্মীদেবীর কৃপা আকাঙ্ক্ষা করে, যদিও প্রকৃতপক্ষে তাঁর প্রকৃতি হচ্ছে চঞ্চলা। জড় জগতে কেউই, তা তিনি যতই চতুর হোন না কেন, চিরস্থায়ী সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন না। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে কত বড় বড় সাম্রাজ্য হয়েছে, পৃথিবীর সর্বত্র কত শক্তিশালী রাজারা রাজত্ব করেছে, এবং কত সৌভাগ্যশালী মানুষের আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু কালক্রমে তারা সকলেই বিনষ্ট

হয়ে গেছে। এটিই হচ্ছে জড়া প্রকৃতির নিয়ম। কিন্তু পারমার্থিক বিচার অন্য রকম। *ব্রহ্ম-সংহিতায়* বর্ণনা করা হয়েছে যে ভগবান নিরন্তর শত-সহস্র লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা সম্ভ্রম সহকারে সেবিত হন। তাঁরা সর্বদা নির্জন স্থানে ভগবানের সঙ্গে থাকেন। কিন্তু ভগবানের সান্নিধ্য এমনই নব নবায়মান অনুপ্রেরণাপ্রদ যে তাঁদের প্রকৃতি চঞ্চলা হলেও তাঁরা ক্ষণিকের জন্যও ভগবানকে ছাড়তে পারেন না। ভগবানের সঙ্গে চিন্ময় সম্পর্ক এতই আনন্দদায়ক ও সম্পদশালী যে, একবার তাঁর শরণ গ্রহণ করা হলে আর তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করা যায় না।

জীব তার স্বরূপে স্ত্রীরূপা। ভগবান হচ্ছেন পুরুষ বা ভোক্তা, এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তির সমস্ত প্রকাশ হচ্ছে প্রকৃতি। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* জীবদের পরা প্রকৃতি বা উৎকৃষ্টা শক্তি বলে সম্বোধন করা হয়েছে। জড় উপাদানগুলি হচ্ছে অপরা প্রকৃতি বা নিকৃষ্টা শক্তি। এই প্রকার শক্তি ভোক্তার সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সর্বদা নিয়োজিত হয়। পরম ভোক্তা হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান, যে কথা *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (৫/২৯) উল্লেখ করা হয়েছে। তাই শক্তি যখন সরাসরিভাবে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত হয়, তখন তাঁর প্রকৃত রূপ পুনঃপ্রকাশিত হয়, তখন আর শক্তি এবং শক্তিমানের সম্পর্কে কোন ভেদ থাকে না।

সাধারণত মানুষ যখন কারও চাকরি করে, তখন সে সর্বদাই সরকার অথবা রাজ্যের পরম ভোক্তার অধীনে কোন পদ আকাঙ্ক্ষা করে। যেহেতু ভগবান হচ্ছেন এই ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরের এবং বাইরের সব কিছুরই পরম ভোক্তা, তাই তাঁর চাকরিতে নিয়োজিত হতে পারলে পরম সুখী হওয়া যায়। একবার ভগবানের সেবায় যুক্ত হলে জীব আর সেই পদ থেকে মুক্ত হতে চায় না। মানব জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি হচ্ছে ভগবানের পরম সেবা প্রাপ্ত হওয়া। তার ফলে মানুষ চরম সুখ লাভ করতে পারে। তখন আর তাঁকে ভগবানের সম্পর্ক ব্যতীত চঞ্চলা লক্ষ্মীর কৃপা অন্বেষণ করতে হয় না।

শ্লোক ৩৪

এবং নৃপাণাং ক্ষিতিভারজন্মনা-
মক্ষৌহিণীভিঃ পরিবৃত্ততেজসাম্ ।
বিধায় বৈরং শ্বসনো যথানলং
মিথো বধেনোপরতো নিরায়ুধঃ ॥ ৩৪ ॥

এবম্—এইভাবে; **নৃপানাম্**—নরপতিদের; **ক্ষিতি-ভার**—পৃথিবীর ভারস্বরূপ; **জন্মনাম্**—এইভাবে জন্ম হয়েছিল; **অক্ষৌহিণীভিঃ**—অশ্ব, গজ, রথ এবং পদাতিক সৈন্যবল; **পরিবৃত**—পরিবৃত হওয়ার ফলে গর্বিত; **তেজসাম্**—বল; **বিধায়**—সৃষ্টি করে; **বৈরম্**—শত্রুতা; **শ্বসনঃ**—বায়ু কর্তৃক বাঁশের ঘর্ষণ; **যথা**—যেমন; **অনলম্**—অগ্নি; **মিথঃ**—পরস্পর; **বধেন**—তাদের বধ করে; **উপরতঃ**—উপশম; **নিরায়ুধঃ**—স্বয়ং নিরস্ত থেকে।

অনুবাদ

বায়ু যেমন বাঁশে বাঁশে পরস্পর সংঘর্ষণের দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন করে বাঁশ বনকে দগ্ধ করে, ঠিক তেমনই পৃথিবীর ভারস্বরূপ অশ্ব, গজ, রথ পদাতিক সমন্বিত বহু অক্ষৌহিণী সেনাযুক্ত দাম্ভিক রাজাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা উৎপাদনপূর্বক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তাদের বধ করেছিলেন।

তাৎপর্য

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভগবানের সৃষ্টিরূপে প্রকাশিত হয়েছে যে সমস্ত বস্তু, সেগুলির প্রকৃত ভোক্তা জীব নয়। ভগবানই তাঁর সৃষ্টিতে প্রকাশিত সব কিছুর ঈশ্বর এবং ভোক্তা। দুর্ভাগ্যবশত মায়াশক্তির প্রভাবে, প্রকৃতির গুণের দ্বারা পরিচালিত হয়ে জীব মিথ্যা ভোক্তায় পরিণত হয়। ভগবান হওয়ার এই ভ্রান্ত ভাবনার গর্বে গর্বিত হয়ে মায়াচ্ছন্ন জীব নানা কার্যের দ্বারা তার জড়া শক্তি বৃদ্ধি করে এবং তার ফলে পৃথিবীর ভার এমনভাবে বর্ধিত করে যে তখন এই পৃথিবী প্রকৃতিস্থ মানুষদের পক্ষে বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে যায়। সেই অবস্থাকে বলা হয় *ধর্মস্য গ্লানি* বা মানুষের শক্তির অসদ্ব্যবহার। এই প্রকার ধর্মের গ্লানি যখন অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে, তখন পৃথিবীর ভারস্বরূপ সেই নিষ্ঠুর প্রশাসকদের প্রভাবে এমন এক দুর্দশাগ্রস্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে সৎ প্রবৃত্তিসম্পন্ন মানুষেরা তখন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। সেই সমস্ত সাধুদের পরিত্রাণের জন্য এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে আসুরিক প্রশাসকদের দ্বারা উৎপন্ন ভূ-ভার হরণ করার জন্য ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রভাবে আবির্ভূত হন। তিনি সেই অবাঞ্ছিত প্রশাসকদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করেন না। পক্ষান্তরে তিনি তাঁর শক্তির প্রভাবে তাদের মধ্যে শত্রুতা উৎপাদন করেন, ঠিক যেমন বায়ুর প্রভাবে বাঁশের ঘর্ষণের ফলে অরণ্যে দাবানল জ্বলে ওঠে। অরণ্যে বায়ুর প্রভাবে আপনা থেকেই দাবানল

জ্বলে ওঠে, সেই রকম ভগবানের অদৃশ্য পরিকল্পনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। অবাঞ্ছিত শাসকেরা, তাদের ভ্রান্ত ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক শক্তির গর্বে গর্বিত হয়ে আদর্শগত বিরোধের ফলে পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত হয় এবং তার ফলে তাদের সমস্ত ক্ষমতা ক্ষয় হয়ে যায়। পৃথিবীর ইতিহাস ভগবানের এই ইচ্ছাশক্তিকে প্রতিফলিত করে, এবং জীব যতক্ষণ পর্যন্ত না ভগবানের সেবায় যুক্ত হয় ততক্ষণ তা ঘটতে থাকবে। *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৭/১৪)* সেই তথ্যটি অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—"মায়া আমার শক্তি, এবং সেই গুণময়ী মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া আশ্রিত জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যারা আমার (পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের) শরণাগত হয়, তারা অনায়াসে এই মায়ার সমুদ্র অতিক্রম করতে পারে।" তার অর্থ হচ্ছে যে কেউই সকাম কর্মের দ্বারা অথবা জল্পনা-কল্পনা প্রসূত দর্শনের দ্বারা অথবা আদর্শের দ্বারা এই জগতে শান্তি এবং সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। একমাত্র উপায় হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়া এবং তার ফলেই কেবল মায়ার মোহময়ী প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

দুর্ভাগ্যবশত যে সমস্ত মানুষেরা ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত, তারা পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হতে পারে না। তারা সকলেই হচ্ছে মহামূর্খ, তারা নরাধম; আপাতদৃষ্টিতে যদিও তাদের শিক্ষিত বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে। তারা সকলেই আসুরিক মনোভাবাপন্ন, এবং তাই তারা সর্বদা ভগবানের পরম শক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। যারা অত্যন্ত জড়বাদী, তারা সর্বদা জড় ক্ষমতা এবং শক্তির জন্য লালায়িত। নিঃসন্দেহে তারা হচ্ছে সব চাইতে বড় মূর্খ, কেননা তাদের জীবনীশক্তি সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। পারমার্থিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলে তারা জড় বিজ্ঞানে মগ্ন থাকে, যা জড় দেহের সঙ্গে সঙ্গে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তারা হচ্ছে নরাধম, কেননা মনুষ্য জীবনের বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা; আর জড়জাগতিক কার্যকলাপে যুক্ত থেকে তারা সেই সুযোগটি হারায়। তাদের জ্ঞান অপহৃত হয়েছে, কেননা দীর্ঘ জল্পনা-কল্পনার পরেও তারা পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না, যিনি হচ্ছেন সবকিছুর সারাতিসার। আর তারা সকলেই আসুরিক ভাবাপন্ন; এবং তাই তাদের রাবণ, হিরণ্যকশিপু, কংস আদি জড়বাদী অসুরদের পরিণতি ভোগ করতে হয়।

শ্লোক ৩৫

স এষ নরলোকেঽস্মিন্নবতীর্ণঃ স্বমায়য়া ।
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থো ভগবান্ প্রাকৃতো যথা ॥ ৩৫ ॥

সঃ—তিনি (পরমেশ্বর ভগবান); **এষঃ**—এই সমস্ত; **নর-লোকে**—এই পৃথিবীতে; **অস্মিন্**—এই; **অবতীর্ণঃ**—অবতীর্ণ হয়ে; **স্ব**—স্বয়ং; **মায়য়া**—অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে; **রেমে**—উপভোগ করেছিলেন; **স্ত্রী-রত্ন**—ভগবানের পত্নী হওয়ার যোগ্য রমণী; **কূটস্থঃ**—মধ্যে; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **প্রাকৃতঃ**—ভৌতিক; **যথা**—যেন।

অনুবাদ

সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তিকে আশ্রয় করে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে প্রাকৃত লোকের মতো সর্বশ্রেষ্ঠ রমণীদের মধ্যে অবস্থান করে আনন্দ উপভোগ করেছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবান বিবাহ করে একজন গৃহস্থের মতো জীবন-যাপন করেছিলেন। এটি অবশ্য একটি জড়জাগতিক কার্যের মতো, কিন্তু যখন আমরা জানতে পারি যে তিনি ষোল হাজার একশ' আটজন পত্নীকে বিবাহ করেছিলেন, এবং তাঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে আলাদা আলাদা প্রাসাদে স্বতন্ত্রভাবে বাস করেছিলেন, তখন অবশ্যই বোঝা যায় যে তাঁর সেই কার্য জড়জাগতিক ছিল না। তাই তাঁর যোগ্য পত্নীদের সঙ্গে গৃহস্থের মতো বসবাস কখনোই জড়জাগতিক ছিল না, এবং তাঁদের সঙ্গে তাঁর আচরণ জড়জাগতিক যৌন সম্পর্ক বলে কখনও মনে করা উচিত নয়। যে সমস্ত রমণীরা ভগবানের পত্নী হয়েছিলেন তাঁরা অবশ্যই কোন সাধারণ রমণী ছিলেন না, কেননা কোটি কোটি জন্মের তপস্যার ফলেই কেবল পরমেশ্বর ভগবানকে পতিরূপে লাভ করা যায়। ভগবান যখন বিভিন্ন লোকে অথবা এই ভূলোকে আবির্ভূত হন, তখন তিনি তাঁর অপ্রাকৃত লীলা প্রদর্শন করার মাধ্যমে বদ্ধ জীবদের তাঁর সঙ্গে নিত্য দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর রসের চিন্ময় সম্পর্কে যুক্ত হওয়ার জন্য আকর্ষণ করেন। ভগবানের সঙ্গে এই যে সেবার সম্পর্ক তা জড় জগতে বিকৃতরূপে প্রদর্শিত হয়, এবং সেই সম্পর্ক অসময়ে ছিন্ন হয়ে দুঃখ ও বেদনার অনুভূতিতে

পর্যবসিত হয়। জড়া প্রকৃতির দ্বারা আবদ্ধ হওয়ার ফলে মায়াগ্রস্ত জীব বুঝতে পারে না যে এই জড় জগতে তাদের সমস্ত সম্পর্ক অনিত্য এবং উন্মত্ততায় পূর্ণ। এই সমস্ত সম্পর্ক জীবকে কখনও নিত্য সুখ লাভে সাহায্য করতে পারে না। কিন্তু সেই সম্পর্ক যদি ভগবানের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয় তা হলে এই জড় দেহ পরিত্যাগ করার পর আমরা ভগবানের সঙ্গে আমাদের বাসনা অনুসারে নিত্য সম্পর্কে যুক্ত হয়ে চিজ্জগতে ফিরে যেতে পারি। তাই যে সমস্ত রমণীর সঙ্গে ভগবান তাঁদের পতিরূপে বাস করেছিলেন, তাঁরা এই জড় জগতের রমণী ছিলেন না। পক্ষান্তরে, তাঁরা ছিলেন ভগবানের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কে যুক্ত তাঁর চিন্ময় পত্নী। সেটি এমনই একটি স্থিতি যা তাঁরা তাঁদের ভগবদ্ভক্তির পূর্ণতার মাধ্যমে লাভ করেছিলেন। সেটি তাঁদের যোগ্যতা। ভগবান হচ্ছেন পরম ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর। বদ্ধ জীবেরা কেবল এই পৃথিবীতেই নয়, ব্রহ্মাণ্ডের অন্য সমস্ত লোকেও নিত্য সুখের অন্বেষণ করছে। কেননা তাদের স্বরূপে তারা হচ্ছে চিৎ-স্ফুলিঙ্গ এবং তাই তারা ভগবানের সৃষ্টির যে কোনও অংশে ভ্রমণ করতে পারে। কিন্তু জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা আবদ্ধ হয়ে পড়ার ফলে তারা অন্তরীক্ষ-যানের দ্বারা গগনমার্গে বিচরণ করতে চায় এবং তাই তাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে অক্ষম হয়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাদের একটি কারাগারের কয়েদীর মতো শৃঙ্খলের দ্বারা বেঁধে রাখে। অন্যান্য প্রক্রিয়ার দ্বারা তারা অন্যান্য স্থানে পৌঁছাতে পারে, কিন্তু তারা যদি ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোকেও যায়, সেখানেও জন্ম-জন্মান্তরে যে নিত্য সুখের অন্বেষণ তারা করছে তা লাভ করতে পারে না। কিন্তু তারা যখন প্রকৃতিস্থ হয়, তখন নিশ্চিতভাবে জানতে পারে যে, জন্ম-জন্মান্তর ধরে তারা যে অন্তহীন সুখের অন্বেষণ করছে তা তারা এই জড় জগতে কখনোই লাভ করতে পারবে না। সে কথা বুঝতে পেরে তারা তখন ব্রহ্মানন্দের অন্বেষণ করে। প্রকৃতপক্ষে পরম পুরুষ, পরব্রহ্ম, এই জড় জগতের কোথাও কখনো সুখের অন্বেষণ করেন না। এমন কি তাঁর সুখের সামগ্রী এই জড় জগতের কোথাও পাওয়া যায় না। তিনি নির্বিশেষ নন। যেহেতু তিনি অসংখ্য জীবের নায়ক এবং পরম পুরুষ, তাই তিনি কখনও নির্বিশেষ বা নিরাকার হতে পারেন না। তাঁর রূপ ঠিক আমাদের মতো, এবং সমস্ত জীবের যে-সমস্ত প্রবণতা রয়েছে তা পূর্ণরূপে তাঁর মধ্যে রয়েছে। তিনি ঠিক আমাদের মতোই বিবাহ করেন, কিন্তু তাঁর বিবাহ জড়জাগতিক নয় অথবা আমাদের বদ্ধ অবস্থার অভিজ্ঞতার দ্বারা সীমিত নয়। তাই তাঁর পত্নীদের জড়জাগতিক রমণীদের মতো মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরা সকলেই দিব্য মুক্ত আত্মা, যাঁরা হচ্ছেন ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির পূর্ণ প্রকাশ।

শ্লোক ৩৬

উদ্দামভাবপিশুনামলবল্গুহাস-
ব্রীড়াবলোকনিহতো মদনোঽপি যাসাম্ ।
সম্মুহ্য চাপমজহাৎপ্রমদোত্তমাস্তা
যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং কুহকৈর্ন শেকুঃ ॥ ৩৬ ॥

উদ্দাম—অতি গম্ভীর; **ভাব**—ভঙ্গি; **পিশুন**—উত্তেজক; **অমল**—নির্মল; **বল্গু-হাস**—মধুর হাস্যযুক্ত; **ব্রীড়**—চোখের কোণ থেকে; **অবলোক**—দৃষ্টিপাত; **নিহতঃ**—পরাজিত ; **মদনঃ**—কামদেব (অথবা **অমদন**—মহাধৈর্যশালী মহাদেব); **অপি**—ও; **যাসাম্**—যাঁর; **সম্মুহ্য**—পরাভূত হয়ে; **চাপম্**—ধনুক; **অজহাৎ**—পরিত্যাগ করেছিলেন; **প্রমদ**—রমণী, যে প্রমত্ত করে; **উত্তমাঃ**—উত্তম; **তা**—সকলে; **যস্য**—যার; **ইন্দ্রিয়ম্**—ইন্দ্রিয়সমূহ; **বিমথিতুম্**—বিচলিত করা; **কুহকৈঃ**—মোহিনী বিদ্যার দ্বারা; **ন**—না; **শেকুঃ**—সক্ষম হয়েছিলেন।

অনুবাদ

যদিও পরমাসুন্দরী মহিষীদের গূঢ় ভঙ্গিসূচক নির্মল মনোহর হাস্য এবং সলজ্জ দৃষ্টিপাতে স্বয়ং কন্দর্পও পরাভূত হয়ে হতাশায় তাঁর পুষ্পধনু পরিত্যাগ করেন এবং মহাধৈর্যশালী সাক্ষাৎ মহাদেবও সম্মোহপ্রাপ্ত হন, কিন্তু তবুও তাঁদের মোহিনী বিদ্যা এবং আকর্ষণী শক্তির দ্বারা তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয় বিচলিত করতে পারেননি।

তাৎপর্য

মুক্তির পথ বা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথ সর্বদা স্ত্রীসঙ্গ করতে নিষেধ করে, এবং পূর্ণ সনাতন ধর্ম বা বর্ণাশ্রম ধর্ম স্ত্রীলোকদের সঙ্গ করতে নিষেধ করে বা তা নিয়ন্ত্রণ করে। তা হলে যে ব্যক্তি ষোল হাজারেরও অধিক পত্নীর প্রতি আসক্ত ছিলেন, তাঁকে কিভাবে পরমেশ্বর ভগবান বলে স্বীকার করা যায়? এই প্রশ্ন পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য প্রকৃতি সম্বন্ধে জানতে উৎসুক ব্যক্তি প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপন করতে পারেন। আর তার সেই প্রকার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যই নৈমিষারণ্যের ঋষিরা এই শ্লোকে এবং পরবর্তী শ্লোকে ভগবানের দিব্য প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কামদেব অথবা সব চাইতে সংযত মহাদেবকেও জয় করতে পারে যে রমণীদের আকর্ষণীয় রূপ, তা

ভগবানের ইন্দ্রিয়কে বিচলিত করতে পারেনি। কামদেবের কাজ হচ্ছে জড় কাম উদ্দীপ্ত করা। কামদেবের বাণের আঘাতে জর্জরিত হয়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চালিত হচ্ছে। স্ত্রী এবং পুরুষের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণই হচ্ছে জগতের সমস্ত কার্যকলাপের প্রকৃত প্রেরণা। পুরুষ তার মনোমতো সঙ্গিনীর অন্বেষণ করছে, এবং স্ত্রী তার যোগ্য পুরুষের অন্বেষণ করছে। সেটি হচ্ছে জড় জগতের উদ্দীপনা, এবং যখনই একজন পুরুষ একজন স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়, তখনই যৌন সম্পর্কের দ্বারা জীব দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। তার ফলে গৃহ, মাতৃভূমি, সন্তান, সমাজ, মৈত্রী এবং সম্পত্তি সংগ্রহের প্রতি স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই আকৃষ্ট হয়। সেটি তখন তাদের মায়িক কার্যক্ষেত্রে পরিণত হয়। এইভাবে দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ অনিত্য জড় অস্তিত্বের প্রতি মিথ্যা অথচ অপরিহার্য আকর্ষণ প্রকট হয়। তাই যারা ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য মুক্তির পথে বিচরণ করছেন, সমস্ত শাস্ত্রে তাদের জড় জগতের এই সমস্ত আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য উপদেশ দেওয়া হয়েছে। মহাত্মা বা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ প্রভাবেই কেবল তা সম্ভব। কামদেব জীবদের উপর তার শর নিক্ষেপ করে তাদের বিপরীত লিঙ্গের প্রতি উন্মাদ করে তুলছে, তা সে সুন্দর হোক বা অসুন্দর হোক। কামদেব এইভাবে সকলকে প্ররোচিত করছে, এমন কি সভ্য মানুষদের বিচারে অত্যন্ত কুৎসিত পশুদেরও। এইভাবে কামদেব সব চাইতে কুৎসিতদের উপরেও তার প্রভাব বিস্তার করছে; অতএব যারা সর্বতোভাবে সুন্দর, তাদের আর কী কথা। ভগবান শিব, যাঁকে পরম সহিষ্ণু বলে মনে করা হয়, তিনিও কামদেবের বাণের আঘাতে মোহিনীরূপী ভগবানের অবতারের প্রতি উন্মত্ত হয়েছিলেন। এইভাবে শিবও কন্দর্পের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু কামদেব স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর গম্ভীর ও উত্তেজনাপ্রদ আচরণে বিমোহিত হয়েছিলেন এবং নিরাশ হয়ে স্বেচ্ছায় তাঁর ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মহিষীরা ছিলেন এমনই সুন্দরী। তথাপি তাঁরা ভগবানের দিব্য ইন্দ্রিয়সমূহকে বিচলিত করতে পারেননি। তার কারণ হচ্ছে যে তিনি পূর্ণ আত্মারাম। তাঁর আনন্দের জন্য কোন বাহ্যিক সাহায্যের আবশ্যকতা হয় না। তাই তাঁদের রমণীসুলভ আকর্ষণের দ্বারা ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে না পেরে মহিষীরা তাঁদের ঐকান্তিক প্রেম ও সেবার দ্বারা তাঁকে সন্তুষ্ট করেছিলেন। অনন্য দিব্য প্রেমের দ্বারাই তাঁরা ভগবানকে প্রসন্ন করতে পেরেছিলেন, এবং ভগবানও তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে পতিরূপে তাঁদের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করেছিলেন। এইভাবে তাঁদের ঐকান্তিক সেবায় তুষ্ট হয়েই কেবল তিনি তাঁদের অনুরক্ত পতির মতো তাঁদের সেবার প্রতিদান দিয়েছিলেন। তা না হলে তাঁর এতজন পত্নীর পতি হওয়ার

কোন প্রয়োজন ছিল না। তিনি সকলেরই পতি, কিন্তু যিনি তাঁকে এইভাবে গ্রহণ করেন, তিনি সেইভাবেই তাঁদের প্রতিদান দেন। ভগবানের প্রতি অনন্য প্রেমকে কখনও জড় কামের সঙ্গে তুলনা করা উচিত নয়। তা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ চিন্ময়। মহিষীরা যে স্বাভাবিক রমণীসুলভ ভাব নিয়ে ভগবানের সঙ্গে আচরণ করেছিলেন তাও ছিল দিব্য, কেননা চিন্ময় আনন্দের অনুভূতিতে তা ব্যক্ত হয়েছিল। পূর্ববর্তী শ্লোকে ইতিমধ্যেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে ভগবানকে একজন সাধারণ পতির মতো মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর পত্নীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল চিন্ময়, বিশুদ্ধ, এবং জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

শ্লোক ৩৭

তময়ং মন্যতে লোকো হ্যসঙ্গমপি সঙ্গিনম্ ।
আত্মৌপম্যেন মনুজং ব্যাপৃণ্বানং যতোঽবুধঃ ॥ ৩৭ ॥

তম্—শ্রীকৃষ্ণকে; **অয়ম্**—এই সমস্ত (সাধারণ মানুষেরা); **মন্যতে**—মনে করে; **লোকঃ**—মায়ামুগ্ধ জীবেরা; **হি**—অবশ্যই; **অসঙ্গম্**—অনাসক্ত; **অপি**—সত্ত্বেও; **সঙ্গিনম্**—আসক্তিযুক্ত; **আত্ম-উপম্যেন**—নিজেদের মতো; **মনুজম্**—সাধারণ মানুষ; **ব্যাপৃণ্বানম্**—ব্যাপৃত; **যতঃ**—যেহেতু; **অবুধঃ**—অতত্ত্বজ্ঞ।

অনুবাদ

মায়ামুগ্ধ বিষয়াসক্ত মানুষেরা শ্রীকৃষ্ণকে তাদেরই মতো একজন সাধারণ মানুষ বলে মনে করে। তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে তারা নিরাসক্ত, প্রাকৃত সঙ্গাতীত শ্রীকৃষ্ণকে জড়ের দ্বারা প্রভাবিত প্রকৃতির সঙ্গী বলে মনে করে।

তাৎপর্য

এখানে *অবুধঃ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। অজ্ঞানতাবশতই কেবল মূর্খ জড়বাদী তার্কিকেরা পরমেশ্বর ভগবানকে বুঝতে না পেরে তাদের প্রচার কার্যের দ্বারা নির্বোধ মানুষদের মধ্যে তাদের মূর্খতাপূর্ণ বিচারের প্রসার করে থাকে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পরম পুরুষ ভগবান, এবং তিনি যখন স্বয়ং সকলের সমক্ষে বিদ্যমান ছিলেন, তখন তিনি জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ণ দিব্য শক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। *শ্রীমদ্ভাগবতের* প্রথম শ্লোকে আমরা বিশ্লেষণ করেছি যে তিনি হচ্ছেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারে তিনি যা খুশি তাই করতে পারেন, কিন্তু

তাঁর সমস্ত কার্যকলাপই সচ্চিদানন্দময়। মূর্খ জড়বাদীরাই কেবল *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা* এবং *উপনিষদে* প্রতিপাদিত তাঁর সৎ, চিৎ, আনন্দময় স্বরূপ সম্বন্ধে অবগত না হওয়ার ফলে তাঁকে ভুল বোঝে। তাঁর বিভিন্ন শক্তি প্রাকৃতিক ক্রম অনুসারে এক পূর্ণ পরিকল্পনায় কার্য করে, এবং তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা সমস্ত কার্য সম্পাদন করে তিনি নিত্য পরম স্বতন্ত্ররূপে বিরাজ করেন। তিনি যখন জীবের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে এই জড় জগতে অবতরণ করেন, তখন তিনি নিজের শক্তির দ্বারাই তা করে থাকেন। তিনি কখনই জড়া প্রকৃতির গুণের অধীন নন, এবং তিনি তাঁর স্বরূপেই অবতরণ করেন। তাঁকে পরম পুরুষরূপে চিনতে না পেরে মনোধর্মী জ্ঞানীরা তাঁর নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিকেই সব কিছু বলে মনে করে। এই প্রকার ধারণা বদ্ধ জীবনেরই পরিণাম, কেননা তারা তাদের ব্যক্তিগত ক্ষমতার ঊর্ধ্বে যেতে পারে না। তাই যারা ভগবানকে তাদেরই মতো একজন সীমিত শক্তিসম্পন্ন জীব বলে মনে করে, তারা হচ্ছে কেবল সাধারণ মানুষ। এই প্রকার মানুষদের কখনই বোঝানো যাবে না যে, পরমেশ্বর ভগবান জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে সর্বদাই মুক্ত। সেই সমস্ত মানুষেরা বুঝতে পারে না যে, সূর্য দূষিত পদার্থের দ্বারা কখনো প্রভাবিত হয় না। মনোধর্মী জ্ঞানীরা সর্বদা তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের ভিত্তিতে সব কিছুর তুলনা করে। তাই যখন তারা দেখে যে ভগবান বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে একজন সাধারণ মানুষের মতো আচরণ করছেন, তখন তারা মনে করে যে তিনিও তাদেরই মতো একজন। তারা বিবেচনা করে দেখে না যে ভগবান একসঙ্গে ষোল হাজারেরও অধিক পত্নীকে বিবাহ করতে পারেন। অজ্ঞানতাবশত তারা তাঁর লীলার একটি অংশ স্বীকার করে, কিন্তু অন্য অংশটিকে করে না। অর্থাৎ অজ্ঞানতার ফলেই তারা সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে তাদেরই মতো বলে মনে করে তাদের মনগড়া সিদ্ধান্ত তৈরি করে, যা *শ্রীমদ্ভাগবতের* বর্ণনা অনুসারে সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং অপ্রামাণিক।

শ্লোক ৩৮

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া ॥ ৩৮ ॥

এতৎ—এই; **ঈশনম্**—ঐশী; **ঈশস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের; **প্রকৃতি-স্থঃ**—জড়া প্রকৃতির সংস্পর্শে থেকে; **অপি**—সত্ত্বেও; **তৎ-গুণৈঃ**—প্রকৃতির গুণের দ্বারা; **ন**—

না; **যুজ্যতে**—প্রভাবিত হয়; **সদা আত্ম-স্থৈঃ**—যারা নিত্য চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত; **যথা**—যেমন; **বুদ্ধিঃ**—বুদ্ধি; **তৎ**—ভগবান; **আশ্রয়া**—আশ্রিত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবানের এমনই ঐশী প্রভাব—প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত মায়া-প্রপঞ্চে অবস্থিত হয়েও তিনি প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। তেমনই তাঁর চরণাশ্রয় গ্রহণ করেছেন যে সকল ভক্ত, তাঁরাও জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না।

তাৎপর্য

বেদ এবং বৈদিক শাস্ত্রে (শ্রুতি এবং স্মৃতি) প্রতিপন্ন হয়েছে যে ভগবানের দিব্য প্রকৃতিতে জড়ের লেশমাত্র নেই। তিনি পূর্ণ চিন্ময়, (নির্গুণ), পরম অভিজ্ঞ। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি, জড় প্রভাবের সীমার অতীত পরম দিব্য পুরুষ। শাস্ত্রের এই উক্তি আচার্য শংকরও স্বীকার করেছেন। কেউ তর্ক করে বলতে পারে যে, লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক দিব্য হতে পারে, কিন্তু যদু বংশে জন্মগ্রহণ করার ফলে সেই বংশের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, অথবা তাঁর দ্বারা জরাসন্ধ আদি নাস্তিক অসুরদের হত্যা, যা সরাসরিভাবে জড়া প্রকৃতির গুণের সঙ্গে যুক্ত, সে বিষয়ে কি বলা যাবে! তার উত্তরে বলা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময়ত্ব কখনোই জড়া প্রকৃতির গুণের সংস্পর্শে আসে না। প্রকৃতপক্ষে তিনি এই সমস্ত গুণের সঙ্গে যুক্ত, কারণ তিনি হচ্ছেন সব কিছুর পরম উৎস; তথাপি তিনি এই সমস্ত গুণের কার্যকলাপের অতীত। তাই তাঁকে বলা হয় যোগেশ্বর, অথবা সর্বশক্তিমান। তাঁর জ্ঞানবান ভক্তরা পর্যন্ত জড়া প্রকৃতির গুণের দ্বারা প্রভাবিত হন না। বৃন্দাবনের মহান ষড় গোস্বামীগণ সকলেই ছিলেন অত্যন্ত ধনী এবং সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভুত, কিন্তু তাঁরা যখন বৃন্দাবনে ভিক্ষু জীবন অবলম্বন করেছিলেন, তখন আপাতদৃষ্টিতে তাঁদের অত্যন্ত দারিদ্র্যগ্রস্ত বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁরা ছিলেন পারমার্থিক সম্পদে সব চাইতে ধনী। এই প্রকার মহাভাগবত বা সর্বশ্রেষ্ঠ স্তরের ভক্তরা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিচরণ করলেও কখনও মান অথবা অপমান, ক্ষুধা অথবা তৃপ্তি, নিদ্রা অথবা জাগরণের দ্বারা কলুষিত হন না, যা হচ্ছে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের ক্রিয়া। তেমনই, তাঁদের কেউ কেউ জড় জাগতিক কার্যকলাপে লিপ্ত রয়েছে বলে মনে হলেও তাঁরা কখনও তার দ্বারা প্রভাবিত হন না। জীবনের এই শান্তভাব প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত চিন্ময় স্তরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায় না। ভগবান এবং তাঁর পার্ষদেরা একই চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত, এবং তাঁদের মহিমা সর্বদা যোগমায়া বা

ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা পবিত্রতা লাভ করে। এমন কি ভগবানের ভক্তরা যদি কখনো অধঃপতিতের মতোও আচরণ করেন, তথাপি তাঁরা সর্বদাই চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত। ভগবান *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (৯/৩০) দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, তাঁর অনন্য ভক্ত যদি তাঁর পূর্বকৃত জড় কলুষের প্রভাবে অধঃপতিতও হয়, তথাপি তাঁকে মহাত্মা বলেই মনে করতে হবে, কেননা তিনি সর্বতোভাবে তাঁর সেবায় যুক্ত হয়েছেন। যেহেতু তিনি ভগবানের সেবা করছেন, তাই ভগবান সর্বদা তাঁকে রক্ষা করেন। এই প্রকার ভক্তদের অধঃপতন আকস্মিক এবং সাময়িক বলে মনে করতে হবে। তাঁদের সেই অবস্থা অচিরেই দূর হয়ে যাবে।

শ্লোক ৩৯

তং মেনিরেহবলা মূঢ়াঃ স্ত্রৈণং চানুব্রতং রহঃ ।
অপ্রমাণবিদো ভর্তুরীশ্বরং মতয়ো যথা ॥ ৩৯ ॥

তম্—শ্রীকৃষ্ণকে; **মেনিরে**—মনে করেছিল; **অবলাঃ**—অবলা; **মূঢ়াঃ**—মোহবশত; **স্ত্রৈণম্**—স্ত্রৈণ; **চ**—ও; **অনুব্রতম্**—অনুগামী; **রহঃ**—নির্জন স্থানে; **অপ্রমাণ-বিদঃ**—মহিমার অবধি সম্বন্ধে অজ্ঞ; **ভর্তুঃ**—পতির; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর, পরম নিয়ন্তা; **মতয়ঃ**—অভিমত; **যথা**—যেমন।

অনুবাদ

সেই সরলা ও অবলা স্ত্রীগণ তাঁদের প্রিয়তম পতি শ্রীকৃষ্ণের মহিমা না জেনে মোহবশত তাঁকে তাঁদের বশীভূত ও একান্ত অনুগত বলে মনে করতেন। নাস্তিকেরা যেমন ভগবানের পরমেশ্বরত্ব উপলব্ধি করতে পারে না, তেমনই তাঁরা তাঁদের পতির মহিমারাজির পরিসীমা সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না।

তাৎপর্য

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য পত্নীরাও তাঁর অন্তহীন মহিমা সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত ছিলেন না। তাঁদের এই অজ্ঞতা জড়জাগতিক ছিল না, কেননা ভগবান এবং তাঁর নিত্য পার্ষদদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের জন্য ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি বা যোগমায়ার কিছু কারসাজি থাকে। ভগবান পাঁচটি দিব্য ভাবে তাঁর ভক্তদের সঙ্গে আদান-প্রদান করেন—ঈশ্বর রূপে, প্রভু রূপে, সখা রূপে, পুত্র রূপে এবং প্রেমিক রূপে, এবং এই সমস্ত লীলা-বিলাসের প্রত্যেকটিই তিনি সাধন করেন তাঁর

অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার প্রভাবে। তিনি গোপবালকদের সঙ্গে অথবা তাঁর সখা অর্জুনের সঙ্গে ঠিক একজন সমকক্ষ বন্ধুর মতো আচরণ করেন। মা যশোদার সমক্ষে তিনি একটি পুত্রের মতো আচরণ করেন, গোপবালিকাদের সঙ্গে তিনি ঠিক একজন প্রেমিকের মতো আচরণ করেন, এবং দ্বারকার মহিষীদের সমক্ষে তিনি ঠিক একজন পতির মতো আচরণ করেন। ভগবানের এই সমস্ত ভক্তরা কখনও তাঁকে পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে করেন না, পক্ষান্তরে তাঁরা তাঁকে প্রাণের প্রিয় একজন বন্ধু, পুত্র, প্রেমিক অথবা পতি বলে মনে করেন। চিদাকাশে, যেখানে অসংখ্য বৈকুণ্ঠলোক রয়েছে, সেখানে চিন্ময় ভক্তদের সঙ্গে ভগবানের এমনই সম্পর্ক। ভগবান যখন অবতরণ করেন, তখন চিন্ময় জগতের পূর্ণ রূপ প্রকাশ করার জন্য তিনি তাঁর পার্ষদগণসহ অবতরণ করেন, যেখানে ভগবানের সৃষ্টির উপর প্রভুত্ব করার কোন রকম জড় বাসনার লেশমাত্র নেই, রয়েছে কেবল ভগবানের প্রতি শুদ্ধ প্রেম এবং ভক্তি। ভগবানের এই সমস্ত ভক্তেরা সকলেই নিত্যমুক্ত আত্মা, যাঁরা হচ্ছেন বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ভগবানের তটস্থা শক্তি অথবা অন্তরঙ্গা শক্তির পূর্ণ প্রকাশ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মহিষীরা যোগমায়ার প্রভাবে ভগবানের অন্তহীন মহিমা বিস্মৃত হয়েছিলেন, যাতে ভগবানের সঙ্গে তাঁদের ভাবের আদান-প্রদানে কোন প্রকার ত্রুটি না থাকে, এবং তাঁরা যাতে মনে করতে পারেন যে ভগবান নির্জনে তাঁদের সঙ্গ লাভের অভিলাষী তাঁদের বশীভূত পতি। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, ভগবানের পার্ষদেরাও পর্যন্ত পূর্ণরূপে ভগবানকে জানতে পারেন না, তা হলে গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনাকারী অথবা মনোধর্মী জ্ঞানীরা তাঁর অপ্রাকৃত মহিমা জানবে কি করে? মনোধর্মী জ্ঞানীরা তাঁকে সৃষ্টির কারণরূপে, সৃষ্টির উপাদানরূপে, অথবা সৃষ্টির কার্য-কারণ ইত্যাদি রূপে নানা প্রকার মতবাদ সৃষ্টি করে, কিন্তু সেগুলি ভগবান সম্বন্ধীয় আংশিক জ্ঞান মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তারা সাধারণ মানুষের মতোই অজ্ঞ। ভগবানের কৃপার প্রভাবেই কেবল ভগবানকে জানা যায়, অন্য কোন উপায়ে নয়। কিন্তু যেহেতু তাঁর পত্নীদের সঙ্গে ভগবানের সমস্ত আচরণ বিশুদ্ধ চিন্ময় প্রেম এবং ভক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তাই তাঁর সমস্ত পত্নীরা জড় কলুষ থেকে মুক্ত চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত।

ইতি "ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকায় প্রবেশ" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের একাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।